হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) প্রণীত পুস্তকাবলী হতে নির্বাচিত কতিপয় উদ্ধৃতি

একটি আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী প্রকাশনা

প্রকাশক | আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

অনুবাদক | **আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ আহমদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ

সাধু ভাষা থেকে চলিতকরণ | **আলহাজ্জ প্রফেসর ড. তারেক সাইফুল ইসলাম**

প্রকাশকাল | প্রথম বাংলা সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৯
(আহমদীয়া মুসলিম জামাতের শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে)

পরিমার্জিত সংস্করণ : ৩০ জুন, ২০১০
(আহমদীয়া খিলাফত শত বার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে)

সংখ্যা | ২০০০ কপি

মুদ্রণে | **ইন্টারকন এসোসিয়েটস্**
৫৬/৫ ফকিরেরপুল বাজার, মতিঝিল, ঢাকা

পবিত্র কলেমা, তৌহীদের প্রচার ও একে ভালোবাসার অপরাধে কঠোর শাস্তিপ্রাপ্ত, খোদার পথে দুঃখ ও শাহাদতবরণকারী মূর্তিমান বেলালী রূহ আহমদী মুসলমানদের পক্ষ হতে আহ্‌মদীয়া জামা'তের শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে একটি অকৃত্রিম এবং পবিত্র উপহার।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূমিকা

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) প্রণীত পুস্তকাবলী হতে নির্বাচিত 'কতিপয় উদ্ধৃতি' শীর্ষক পুস্তিকাটি সর্বপ্রথম ১৯৮৯ সালে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত হয়। তখন এটি বাংলা সাধুরীতিতে অনুবাদ করেছিলেন মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ।

এবার আহমদীয়া খিলাফতের শতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলা চলতি রীতিতে পরিবর্তন করে ২য় সংস্করণ প্রকাশ করা হল। এতে সহযোগিতা করেছেন আলহাজ্জ প্রফেসর ড. তারেক সাইফুল ইসলাম, নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। এ পুস্তিকায় মাহ্‌দী ও মসীহ্ হওয়ার দাবীকারক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর প্রায় নব্বই খানা পুস্তকের বিষয়াবলীর এক ঝলক উপস্থাপিত হয়েছে। আমরা আশা করি সংকলনটি পাঠকের হৃদয়কে অনুপ্রাণিত ও সমুজ্জ্বল করে তুলবে।

পুস্তিকাটির ২য় সংস্করণ প্রকাশনার কাজে যারা যেভাবে অবদান রেখেছেন আল্লাহ্ তাআলা তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন।

মোবাশশেরউর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

সূচীপত্র

নম্বর	বিষয়	পৃষ্ঠা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মুখবন্ধ

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আলাইহিস্ সালাম (১৮৩৫-১৯০৮) আল্লাহ্‌র তরফ হতে প্রেরিত হওয়ার দাবীর পর আজ প্রায় একশ'* বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যদের পক্ষ হতে তাঁরই রচিত পুস্তকাবলী হতে বাছাই করা উদ্ধৃতি আহ্‌মদীয়া জামাতের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন (১৮৮৯-১৯৮৯) কর্মসূচীর অংশ হিসেবে পেশ করা হল। অনেক বিরুদ্ধাচরণ এবং প্রচন্ড বাঁধা বিপত্তি সত্ত্বেও এ জামা'ত খোদার ফযলে দ্রুত গতিতে সারা বিশ্বে উন্নতি সাধন করছে। পবিত্র ইসলামের একমাত্র কণ্ঠ হিসাবে আজ পৃথিবীর ১২০টি** দেশে এ জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আহ্‌মদীয়া জামা'ত কি? এ জামাতের প্রতিষ্ঠাতার বাণী, তাঁর আদর্শ এবং কর্মসূচীকে বুঝতে হলে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ:)-এর দাবীগুলোকে আগে জানতে হবে। সঠিক এবং নিশ্চিত পদ্ধতি হল এই যে, সত্য অনুসন্ধানকারীর মনে দাবীকারকের সম্পর্কে যে সকল প্রশ্ন উত্থাপন হয়ে থাকে সেগুলোর উত্তর নিরপেক্ষভাবে তাঁর লেখা থেকে যাচাই করে দেখা আবশ্যক যে তিনি তাঁর মাহ্‌দী এবং মসীহ্ হওয়ার দাবীতে সত্য কিনা। এ পুস্তিকায় তাঁর রচিত লেখা হতে কিছু নির্বাচিত অংশ পেশ করা হয়েছে। এগুলোর বিষয়বস্তু মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করে। আমরা আশা করি, সংকলনটি হতে পাঠক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর প্রায় নব্বই খানা পুস্তকের বিষয়াবলীর এক ঝলক দেখতে পাবেন এবং দেখতে পাবেন যে. তাঁর পুস্তকগুলো যেমন জ্ঞানপূর্ণ তেমনি অনেক ক্ষেত্রে হৃদয়কে অনুপ্রাণিত ও সমুজ্জ্বল করে তোলে। আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় বিশ্বব্যাপী একটি ইসলামী আন্দোলন যার সূচনা ১৮৮৯ খৃস্টাব্দে কাদিয়ানে (ভারত) হয়। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ:) সেই প্রতিশ্রুত সংস্কারক হওয়ার দাবী করেন, যাঁর আগমন সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মমতে বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। হিন্দুরা কৃষ্ণের জন্য, খৃস্টানরা তাদের মসীহের জন্য, বৌদ্ধরা বুদ্ধের জন্য এবং মুসলমানগণ প্রতিশ্রুত মাহ্‌দীর আগমনের জন্য অপেক্ষমান ছিলেন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ:) ঐশী নির্দেশে ঘোষণা করলেন যে, প্রকৃত পক্ষে কেবল একজন সংস্কারকই সকল মনোনীত ধর্মের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হিসেবে আর্বিভূত হওয়ার কথা ছিল যিনি সকল জাতিকে একই ধর্মে একত্রিত করবেন। তিনি আরো বললেন যে, সেই প্রতিশ্রুত সংস্কারক নিজ ক্ষমতায় বা নতুন শরীয়তসহ আবির্ভূত হবেন না, বরং তিনি ইসলামের পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (স:)-এর অধীনে ও তাঁর গোলাম হয়ে আবির্ভূত হবেন। তিনি বিশ্বাস

*   বর্তমানে ১২০ বছর।

** বর্তমানে ১৯৩টি দেশে।

রাখতেন যে, ইসলাম সারা বিশ্বের সকল মানব জাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও শেষ জীবন বিধান। তিনি দাবী করলেন যে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত সংস্কারক যার আবির্ভূত হওয়ার কথা ছিল ইসলামের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অধীনে। তিনি ঘোষণা করলেন যে, তাঁর আবির্ভাব দ্বারা সেই আন্তর্জাতিক ধর্মের স্বর্ণ যুগের সূচনা হয়েছে যার জন্য সমগ্র মানব জাতি আকাঙ্খিত ছিল। ১৮৮৯ সালে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে জামাতের ভিত্তি স্থাপনের নির্দেশ দিলেন। অতএব ২৩শে মার্চ ১৮৮৯ সনে পাঞ্জাবের (ভারত) লুধিয়ানা নামক ছোট্ট শহরে তিনি তাঁর দাবীসমূহের প্রতি বিশ্বাসীদের বয়আত গ্রহণের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় গঠন করার ঘোষণা করলেন। ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর জামাতের কেন্দ্র ভারত হতে পাকিস্তানে স্থানান্তর করা হয়। জামাতের খলীফা এবং ভারতের অন্যান্য বহু মুসলমান হিজরত করে পাকিস্তানে চলে এলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত 'রাবওয়া' নামে একটি ছোট্ট শহরে এর কেন্দ্রস্থল গড়ে তোলে। সময়ে সময়ে বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ হতে আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক আন্দোলন চালানো হয়। তন্মধ্যে বড় আন্দোলনগুলো ছিল ১৯৫৩, ১৯৭৪ ও ১৯৮৪ সনে। শেষ আন্দোলনটি তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এবং তৎকালীন পাকিস্তানের স্বৈরাচারী একনায়ক জেনারেল জিয়াউল হকের পূর্ণ সমর্থনে জামাতের ক্রমোন্নতি ও অগ্রগতি অবরুদ্ধ করার জন্য শাসনতান্ত্রিক আইন দ্বারা বিধি-নিষেধ আরোপ করে জামাতের সদস্যদেরকে তাদের মৌলিক ও মানবীয় অধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়। একথা সত্য যে, এ অমানবিক আইন ও অধ্যাদেশের ফলে আহমদীয়া জামাতকে বহু কুরবানী দিতে হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে সরকার এবং তার সমর্থক আলেমদের সর্বপ্রকার অপচেষ্টা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এ নির্যাতনের ফলে বিশ্বব্যাপী আহমদী মুসলমানরা দৃঢ় সংকল্প ও পদক্ষেপ সহকারে দ্রুত উন্নতি লাভ করছে। যা হউক বেঁচে থাকার এ সংকটময় সংগ্রামে মানুষের স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টারত হাজার হাজার আহমদী চরম নির্যাতন, জেল, জরিমানা এবং শারীরিক অত্যাচার এবং হত্যার শিকার হয়েছে।

শতবার্ষিকী (১৯৮৯) উদযাপন উপলক্ষে আল্লাহ্ তাআলার শোকরিয়া জ্ঞাপন করার জন্য বিশ্বব্যাপী পরিকল্পনার মাধ্যমে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সবচেয়ে অসাধারণ বিষয়টি হল এই যে, একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে পৃথিবীর একশ'টি ভাষায় কুরআন শরীফ, হাদীস ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পুস্তক হতে নির্বাচিত অংশগুলির অনুবাদ প্রকাশ করা। এ পুস্তিকাটি হল আমাদের সেই বরকতমন্ডিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নেরই অংশ বিশেষ।

এস এইচ আব্বাসী
অতিরিক্ত উকিল তাসনীফ ও নাযের এশায়াত
প্রণয়ন ও প্রকাশনা, লন্ডন

আল্লাহ্ তাআলা

আমাদের খোদাই আমাদের বেহেশ্ত। আমাদের খোদাতেই আমাদের সর্বোচ্চ আনন্দ। আমি তাঁকে দর্শন করেছি এবং তাঁকে সর্ব প্রকার সৌন্দর্যের অধিকারী রূপে পেয়েছি। প্রাণের বিনিময়েও এ সম্পদ লাভ করার যোগ্য। এ মনি ক্রয় করতে যদি সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করতে হয় তবুও এটা ক্রয় করা উচিৎ। হে বঞ্চিত ব্যক্তিগণ, এ প্রস্রবণের দিকে ধাবিত হও। এটা তোমাকে প্লাবিত করবে। এটা জীবনের উৎস যা তোমাকে সঞ্জীবিত করবে। আমি কি করব এবং কি উপায়ে এ সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দেব? মানব জাতির শ্রুতিগোচর করার জন্য কোন্ জয়-ঢাক দিয়ে বাজারে ঘোষণা করব যে, ইনিই তোমাদের খোদা? তাদের কোন্ ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করব যাতে শ্রবণের জন্য লোকদের কর্ণ উন্মুক্ত হয়? তোমরা যদি খোদার মধ্যে বিলীন হয়ে যাও, তবে নিশ্চয়ই জেনো যে, খোদা তোমাদেরই।

(রূহানী খাযায়েন, ১৯ খণ্ড কিশতিয়ে নূহ, ২১ ও ২২ পৃষ্ঠা)

হে শ্রোতাগণ, শ্রবণ কর, খোদা তোমাদের নিকট কি চান? শুধু এই যে, তোমরা তাঁর হয়ে যাও, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, আকাশেও না, ভূ-পৃষ্ঠেও না। আমাদের খোদা সেই খোদা যিনি এখনও তেমনি জীবিত, যেমন তিনি পূর্বে জীবিত ছিলেন। তিনি এখনও তেমনি কথা বলেন যেমন তিনি পূর্বে কথা বলতেন। তিনি এখনও তেমনি শুনেন যেমন তিনি পূর্বে শুনতেন। এটি অলীক ধারণা যে, এ যুগে তো তিনি শুনেন, কিন্তু কথা বলেন না। বস্তুতঃ তিনি শুনেন এবং কথাও বলেন। তাঁর যাবতীয় গুণাবলী অনাদি ও অনন্ত। তাঁর কোন গুণ পরিত্যক্ত নয় এবং এরূপ কখনো হবে না। তিনি সেই ওয়াহেদ ও শরীকবিহীন খোদা যাঁর কোন পুত্র ও স্ত্রী নেই। তিনি সেই অনুপম খোদা যাঁর দ্বিতীয় আর কেউ নেই। কেউ তাঁর ন্যায় কোন বিশেষ গুণে গুণান্বিত নয়। তাঁর তূল্য কেউ নেই, তাঁর সম গুণসম্পন্ন কেউ নেই, তাঁর কোন শক্তি অকার্যকর নয়।

তিনি দূরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও নিকটে, তিনি নিকটবর্তী হয়েও দূরে। তিনি রূপকভাবে দিব্যদর্শনকারীর নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁর কোন অবয়ব নেই। কোন আকার নেই, তিনি সকলের উপরে, কিন্তু এরূপ বলতে পারি না যে, তিনি পৃথিবীতে নেই। তিনি পূর্ণ গুণধারী। তিনি সত্যিকার সকল প্রশংসার অধিকারী। তিনি সকল সৌন্দর্যের উৎস। তিনি সর্বশক্তিমান। সকল কল্যাণ তাঁরই নিকট হতে উৎসারিত এবং সকল বস্তু তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করে। তিনি

সকল রাজ্যের মালিক। তিনি সর্ব গুণের আকর এবং সর্ব প্রকার ত্রুটি ও দুর্বলতা মুক্ত, তিনি আকাশ ও পৃথিবীস্থ সকলেরই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য।
(রূহানী খাযায়েন, ২০ খণ্ড, ৩০৯ ও ৩১০ পৃষ্ঠা)

পরকালের অবস্থা

যে ব্যক্তি সন্দেহ হতে মুক্ত নয়, সে আযাব হতেও মুক্তি প্রাপ্ত নয়। যে ব্যক্তি এই দুনিয়াতে খোদা দর্শন হতে বঞ্চিত, সে কিয়ামতের দিনও অন্ধকারে নিপতিত হবে। আল্লাহর ফরমান এই যে– **মান কানা ফি হাযিহি আমা ফাহুয়া ফিল আখিরাতি আমা** (সূরা বনী ইসরাঈলঃ আয়াত৭৩)। অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই দুনিয়াতে (আধ্যাত্মিকভাবে) অন্ধ সে আখেরাতেও অন্ধ হবে।
(রূহানী খাযায়েন, ১৯ খণ্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা)

নেক বান্দাদের সাথে আল্লাহ্ তাআলার আচরণ

বস্তুতঃ যে ব্যক্তি সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী খোদার প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার সাথে ধাবমান হয়, সে কখনও বিনষ্ট হয় না। দুশমন বলতে থাকে যে, আমি তাকে ষড়যন্ত্র করে ধ্বংস করে দেব। দুস্কৃতিকারী প্রতিজ্ঞা করে যে, তাকে আমি নিঃশেষ করে দেব। কিন্তু খোদা বলেন, হে নির্বোধ! তুমি কি আমার সাথে যুদ্ধ কর? তুমি আমার প্রিয়কে লাঞ্ছিত করতে পারবে কি? বস্তুতঃ এ দুনিয়াতে কিছুই হয় না। হ্যাঁ, এটা হয় যা আকাশে পূর্বেই নিরূপিত হয়ে যায়। এ পৃথিবীর কোন হাত এর অধিক দীর্ঘ হতে পারে না যতটুকু আকাশে দীর্ঘায়িত করা হয়েছে। সুতরাং অত্যাচারের ষড়যন্ত্রকারীরা বড়ই নির্বোধ যারা নিজেদের ঘৃণিত ও লজ্জাকর ষড়যন্ত্রের সময়ে সেই মহান অস্তিত্বকে স্মরণ করে না যাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে একটি পাতাও পড়তে পারে না। তাই তারা নিজেদের ইচ্ছায় সর্বদা বিফল ও লজ্জিত হয়। তাদের মন্দ কর্মে ন্যায়পরায়ণদের কোন ক্ষতি সাধিত হয় না। বরং খোদার নিদর্শন প্রকাশিত হয় এবং আল্লাহ্র সৃষ্টির তত্ত্ব জ্ঞান বর্ধিত হয়। মহান ও প্রজ্ঞাময় খোদাকে যদিও এ চোখ দিয়ে দেখা যায় না, কিন্তু তিনি (আল্লাহ্) তাঁর বিস্ময়কর নিদর্শনাবলীর দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করে দেন। (রূহানী খাযায়েন, ১৩ খণ্ড, ১৯ পৃষ্ঠা)

খোদা তাআলা স্বর্গ ও মর্ত্যের জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রত্যেক জ্যোতিঃ যা উচ্চে ও নিম্নে দৃষ্ট হয়, যদিও বা এটা আত্মায়, দেহহীন অবস্থায় নিজ সত্তায় লুক্কায়িত অথবা প্রকাশিত অথবা বস্তুগত অবস্তুগতই হউক, এটা তাঁর কল্যাণ প্রসূত দান। এটা

এ দিকে ইঙ্গিত করে যে, সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালকের সাধারণ কল্যাণ প্রবাহ প্রত্যেক বস্তুকেই আচ্ছাদিত করে রেখেছে এবং কোন বস্তুই এর বহির্ভূত নয়। তিনিই সকল কল্যাণের উৎস, সকল জ্যোতির আধার ও সকল রহমতের প্রস্রবণ। তাঁর চিরস্থায়ী অস্তিত্ব সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালনকারী এবং সকল সুখ-দুঃখের আশ্রয়স্থল। তিনি সকল বস্তুকে নাস্তির অন্ধকার হতে মুক্ত করে আস্তিতে আনয়নকারী। তিনি ছাড়া অন্য কোন এমন অস্তিত্ব নেই যে নিজ সত্তায় চির ও আদি অথবা তা হতে কল্যাণমন্ডিত নয়। বরং স্বর্গ ও মর্ত্য, মানুষ ও পশু, প্রস্তর ও বৃক্ষ, আত্মা এবং শরীর, সবই তাঁর কল্যাণেই বিদ্যমান রয়েছে।
(রূহানী খাযায়েন, প্রথম খণ্ড, ১৯১ ও ১৯২ পৃষ্ঠা)

হামদ ও সানা তাঁরই যিনি চিরঞ্জীব সত্তা কেউ তাঁর সমকক্ষ নয় এবং তাঁর মত কেউ নেই।

কেবল তাঁর এক অদ্বিতীয় সত্তা ব্যতিরেকে সকলেই মরণশীল। (তাঁর ব্যতিরেকে) অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত করা শুধু এক মিথ্যা কাহিনী মাত্র।

তিনিই একমাত্র পরম বন্ধু, বাকী সবই পর, আমার অন্তরে সর্বদা এটাই। পবিত্র তিনিই যিনি আমার প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

তাঁর রহমত সর্বসাধারণের উপর বর্ষিত। কিভাবে তাঁর নেয়ামতের শোকরগুজারি সম্পূর্ণ হতে পারে।

তিনিই সকলের পৃষ্ঠপোষক। সর্বত্র তাঁর রহমত প্রকাশিত। তিনিই আমার প্রিয়। তিনিই আমাদের অন্তরঙ্গ। তিনি ব্যতিরেকে আমরা জীবিত থাকতে পারি না। তিনি ব্যতীত সবই মিথ্যা। এ দিনকে বরকতময় কর। পবিত্র তিনিই যিনি আমার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। *(রূহানী খাযায়েন, ১২ খণ্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা)*

আমি সত্য সত্যই বলছি যে, যদি কোন আত্মা আন্তরিকভাবে জ্ঞানান্বেষণ করতে উৎসুক হয় এবং হৃদয় জ্ঞানার্জনের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে যায়, তখন মানবজাতি সে জ্ঞানার্জনের রাস্তা ও পন্থাকে উদঘাটন করার জন্য ধাবিত হয়। কিন্তু কেউ সে রাস্তার দিকে কিভাবে ধাবিত হবে এবং সেই আচ্ছাদন কিভাবে উত্তোলিত হবে? যারা এ পথকে অন্বেষণ করে, আমি নিশ্চিত করে ঐ সকল ব্যক্তিদেরকে বলছি, শুধু ইসলামই সে ধর্ম যা তাদেরকে সে পথের শুভ সংবাদ দান করে। অপরদিকে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ দীর্ঘকাল যাবৎ ওহী ইলহামের আগমনকে বন্ধ করে রেখেছে। মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এই যে, সে তার বঞ্চিত হওয়াকে ঢাকার জন্য মিথ্যা বাহানার আশ্রয় নেয়। স্মরণ রেখো, যেভাবে চোখ ব্যতিরেকে দেখা, কান ব্যতিরেকে শ্রবণ করা এবং জিহ্বা ব্যতিরেকে কথা বলা যায় না অনুরূপভাবে

পবিত্র কুরআনের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রিয় খোদার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে না। আমি একদা যুবক ছিলাম, এখন আমি বৃদ্ধ কিন্তু অদ্যবধি আমি কাউকে দেখিনি যে কুরআনের পবিত্র উৎসকে ছেড়ে দিয়ে এ পথকে পেয়েছে ও হেদায়াতের সুস্বাদু সুরাকে পান করেছে। *(রূহানী খাযায়েন, প্রথম খণ্ড)*

কত সুপ্রকাশিত আলো সেই সদা প্রভুর। সকল আলোকের উৎস যিনি। দেখবার তরে যাঁরে ম্রিয়মান সারা বিশ্ব দর্পণ হেন।

* চাঁদের পানে চেয়ে কাল হয়েছিনু আমি অতি ব্যাকুল হিয়া
রূপের ঝিলিক দিয়াছিল দেখা উহার মাঝে মম সখার।

* সৌন্দর্যের সেই বসন্তের তরে হৃদয় মোর উচ্ছ্বাসে আকুল।
বলিও না আমার রূপের কথা তুর্কী বা তাতারীর।

* হে সখা! বিকশিত তব মহিমা অপার আকাশে ভূধরে।
যে দিকে তাকাই দেখি সেদিকেই দর্শনের পথ তোমারে।

* সূর্যের কিরণ ধারায় প্রতিফলিত তব রূপের প্রবাহ,
প্রত্যেক তারকার মাঝে তোমারই জ্যোতির শোভা।

* আত্মাগুলোর উপর তুমি আপন হস্তে সিঞ্চন করেছ নিমক,
তাই বিরহ জর্জরিত প্রাণগুলি হতে উঠেছে বিলাপ প্রেমের।

* প্রত্যেক অণু-পরমাণুর মাঝে রেখেছ তুমি কত অপূর্ব গুণরাজি।
কে পাঠ করতে পারে উহাদের মাঝে নিহিত মহা রহস্যাবলী?

* কেহ তব মহিমার নাহি পায় পার।
কে পারে খুলতে গ্রন্থী জটিল রহস্যাবলীর?

* সুন্দর যারা তাদের দৃষ্টি তোমারই সৌন্দর্যের কান্তিতে উজ্জ্বল,
প্রত্যেক ফুল ও বাগিচা তোমারই বাগিচার রঙ ও সজীবতায় উচ্ছল।

* প্রত্যেক সুন্দরীর প্রেমে ঢুলুঢুলু আঁখি মনে সদা তোমারই স্মরণ জাগায়
প্রত্যেক কুঞ্চিত কেশদাম সঙ্কেতমান তোমারই প্রাণে।
(রূহানী খাযায়েন, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫২ পৃষ্ঠা)

তাওহীদ বস্তুতঃ এক জ্যোতিঃ যা পারিপার্শ্বিক ও কল্পিত বাহ্যিক উপাস্যসমূহকে অস্বীকার করার পর অন্তরে সৃষ্টি হয় এবং মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়। সুতরাং তা খোদা ও তাঁর রসূলের সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল নিজ শক্তি দ্বারা কিরূপে অর্জন করা যেতে পারে? মানুষের জন্য করণীয় শুধু এই যে, সে তার আত্মগর্বের উপর এক মৃত্যু আনয়ন করে এ শয়তানী গর্বকে পরিহার করে যে, আমি জ্ঞানী

এবং সে যেন নিজেকে মুর্খ মনে করে দোয়ায় রত থাকে, তা হলে তাওহীদের জ্যোতি তার উপর অবতীর্ণ হবে এবং তাকে এক নতুন জীবন দান করবে।
(রূহানী খাযায়েন, ২২ খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা)

হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

সেই সর্বোচ্চ স্তরের জ্যোতি যা মানবকে অর্থাৎ পূর্ণ মানবকে দেয়া হয়েছে তা ফেরেশতাদের মধ্যে ছিল না, নক্ষত্ররাজিতে ছিল না, চন্দ্রে ছিল না, সূর্যে ছিল না, তা পৃথিবীর সমুদ্র এবং নদীসমূহে ছিল না, তা মুক্তা, মাণিক্য, পান্না, মতিতেও ছিল না। বস্তুতঃ তা পৃথিবী ও আকাশের কোন বস্তুতেই ছিল না, কেবলমাত্র মানবের মধ্যে ছিল অর্থাৎ পূর্ণ মানবের মধ্যে। তিনি হলেন শ্রেষ্ঠতম ও পূণতম, সর্বোত্তম ও সুন্দরতম অস্তিত্ব আমাদের নেতা ও প্রভু, নবীদের নেতা, অমর জীবন প্রাপ্তদের নেতা মুহাম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। অতএব এই জ্যোতি পূর্ণ মানবকে দান করা হয়েছে এবং মর্যাদানুসারে তাদেরকেও কিছু দান করা হয়েছে যারা তাঁরই মতন কিছু গুণ রাখত– এই মর্যাদা, উচ্চতা ও পূর্ণতাসহ এবং পূর্ণাঙ্গীনভাবে কেবলমাত্র আমাদের নেতা ও প্রভু, আমাদের হাদী, নবী, উম্মী 'সাদেক' ও 'মাসদুক' মুহাম্মদ মোস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মধ্যেই পুঞ্জীভূত। *(রূহানী খাযায়েন, পঞ্চম খণ্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা)*

'আমি সর্বদা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকি, এ আরবীয় নবী যাঁর পবিত্র নাম মুহাম্মদ। হাজার হাজার দরুদ ও সালাম তাঁর উপর, তিনি যে কত উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর সুউচ্চ মোকামের চূড়ান্ত সীমাকে জানা সম্ভব নয় এবং তাঁর প্রভাব ও ক্রিয়াশীলতার অনুমান করাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

খোদা তাআলা যিনি তাঁর (স:) অন্তরের গোপন রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সকল নবী এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তাঁর সকল উদ্দেশ্য ও সকল আকাঙ্ক্ষায় তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁকে সফলতা প্রদান করেছেন, সকল ফয়েয ও কল্যাণের একমাত্র উৎস তিনিই।
(রূহানী খাযায়েন, ২২ খণ্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা)

আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নামের মধ্যে সকল নবীগণের নাম নিহিত আছে। কেননা তিনি সকল নবীগণের গুণাবলীর সমষ্টি। সুতরাং তিনি মূসা, ঈসা, আদম, ইবরাহীম, ইউসূফ ও ইয়াকুবও। এ দিকে ইঙ্গিত করে খোদা তাআলা বলেছেন, **'ফাবিহুদাহুমুকতাদিহ'** (সূরা আনআম : ৯১ আয়াত) অর্থাৎ তুমি ঐ সকল হেদায়াতগুলিকে নিজের মধ্যে একত্রিত করে নাও যা বিশেষত

প্রত্যেক নবীর সাথে ছিল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সকল নবীর শান ও মর্যাদা হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সত্তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। বস্তুতঃ মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নাম এই ইঙ্গিত বহন করে। কেননা 'মুহাম্মদ' শব্দটির অর্থ হল, যাঁর অপরিসীম প্রশংসা করা হয়েছে এবং অপরিসীম প্রশংসা তখনই হতে পারে যখন সকল নবীর কল্যাণ ও গুণাবলী আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মধ্যে পূঞ্জীভূত থাকে।
(রূহানী খাযায়েন, পঞ্চম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

আমাকে এই জ্ঞান দান করা হয়েছে যে, রসূলগণের মধ্যে কামেল শিক্ষক, উচ্চতর পবিত্র ও প্রজ্ঞায় পূর্ণ শিক্ষাদানকারী এবং নিজ সত্তা দ্বারা মানবীয় গুণাবলীর সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ প্রদর্শনকারী একমাত্র হযরত সাইয়্যেদেনা মাওলানা মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামই।
(রূহানী খাযায়েন, ১২ খন্ড, ৩৪৫ পৃষ্ঠা)

যখন আমি ইনসাফের দৃষ্টিতে নবুওয়তের সকল ব্যবস্থাকে দেখি, তখন শ্রেষ্ঠ নবী, জীবিত নবী এবং খোদার সর্বাধিক প্রিয় নবী শুধু এক মহাপুরুষকে দেখতে পাই। অর্থাৎ তিনি নবীদের নেতা, রসূলদের গৌরব, প্রেরিতদের মুকুট, যাঁর নাম মুহাম্মদ মোস্তাফা আহমদ মুজতাবা সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।
(রূহানী খাযায়েন, ১২ খন্ড, ৭২ পৃষ্ঠা)

আরবের অরণ্যে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। লক্ষ লক্ষ মৃত ব্যক্তি অল্প কিছু দিনের মধ্যে জীবিত হয়ে গেল। অতীতের বিকৃত মানুষগুলি খোদার রঙে রঙীন হয়ে গেল। অন্ধরা চক্ষুষ্মান হল। মুকদের কণ্ঠে খোদার তত্ত্বজ্ঞান জারী হল। পৃথিবীতে একবারই এরূপ বিপ্লব ঘটল যে, পূর্বে না কেউ এরূপ হতে দেখেছে, না কেউ শুনেছে। তোমরা কি জান, এটা কি ছিল? এটা একজন 'ফানাফিল্লাহ্' (যিনি আল্লাহ্‌তে বিলীন হয়েছেন) এর গভীর অন্ধকার রাত্রির দোয়াই তো ছিল। তিনি পৃথিবীতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে গেলেন এবং ঐ অসাধারণ ঘটনা ঘটিয়ে দেখালেন, যা নিরক্ষর অসহায় ব্যক্তির পক্ষে এক অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হচ্ছিল। *(রূহানী খাযায়েন, ষষ্ঠ খন্ড, ১০ পৃষ্ঠা)*

প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমনের উদ্দেশ্য

আমি স্বপ্নে দেখছি যে, লোকেরা এক জীবনদাতাকে খুঁজছে। এমন সময় এক ব্যক্তি আমার সামনে উপস্থিত হল এবং আমার দিকে ইঙ্গিত করে বলল **'হাযা রাজুলুন ইউহিব্বু রাসূলাল্লাহি'** অর্থাৎ ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহর রসূল

(স:)কে ভালোবাসেন। এ কথার অর্থ হল (আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্যের) পদ লাভের জন্য বড় শর্ত হল রসূলুল্লাহ্ (স:)-কে ভালোবাসা যা এই ব্যক্তির মধ্যে পরিলক্ষিত।' *(রূহানী খাযায়েন, প্রথম খন্ড, ৫৯৮ পৃষ্ঠা)*

দুনিয়া আমাকে গ্রহণ করতে পারে না, কেননা আমি দুনিয়া হতে নই। কিন্তু যাদের প্রকৃতিতে আধ্যাত্মিক জগতের অংশ প্রদান করা হয়েছে তারা আমাকে গ্রহণ করেছে ও করবে। আমাকে যে ত্যাগ করে, সে তাঁকে ত্যাগ করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করছেন এবং যিনি আমার সাথে সংযোগ স্থাপন করেন, তিনি তাঁর সাথে সংযোগ স্থাপন করেন যাঁর নিকট হতে আমি এসেছি। আমার হাতে এক প্রদীপ আছে। যে ব্যক্তি আমার নিকট আসবে সে অবশ্যই সেই আলো হতে অংশ লাভ করবে কিন্তু যে ব্যক্তি সন্দেহ ও কুধারণাবশতঃ দূরে সরে পড়বে সে অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হবে।

এই যুগের দুর্ভেদ্য দুর্গ আমি। যে ব্যক্তি আমাতে প্রবেশ করবে, সে চোর, দস্যু ও হিংস্র জন্তু হতে নিজ প্রাণ বাঁচাবে। (রূহানী খাযায়েন, তৃতীয় খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা)

আমি সেই খোদার কসম খেয়ে বলছি যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে যে, কুরআনের রহস্য ও তত্ত্বজ্ঞানে আমাকে সকল মানবাত্মার উপর প্রাধান্য দান করা হয়েছে। আমি বার বার কুরআন শরীফের তফসীর লেখা প্রতিযোগিতার জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়েছি। যদি কোন বিরুদ্ধবাদী মৌলভী এটি গ্রহণ করত তা হলে খোদা তাআলা অবশ্যই তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতেন। সুতরাং কুরআনের যে গভীর তত্ত্বজ্ঞান আমাকে দান করা হয়েছে এটি আল্লাহ্র এক নিদর্শন। আমি খোদার ফযল হতে আশা রাখি যে, শীঘ্র দুনিয়া দেখে নিবে, আমি সত্যবাদী। *(রূহানী খাযায়েন, দ্বিতীয় খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)*

আমি নিঃসঙ্গ নই, বরং সম্মানিত খোদা আমার সাথে রয়েছেন। সেই খোদা হতে আমার নিকটতর আর কেউ নেই। তাঁর কৃপাতেই আমি এক প্রাণপূর্ণ আত্মা পেয়েছি যেন দুঃখ সহ্য করেও তাঁর ধর্মের সেবা করতে পারি এবং ইসলামী আন্দোলনকে পূর্ণ উদ্দীপনা ও সততার সাথে পূর্ণ করতে পারি। এ কাজের জন্যই তিনি আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন। এখন আমি কারও বাধা দানে ক্ষান্ত হওয়ার নই। *(রূহানী খাযায়েন, পঞ্চম খন্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা)*

এক মুত্তাকী ব্যক্তির (আমাকে চেনার) জন্য এটাই যথেষ্ট যে, খোদা তাআলা আমাকে ধ্বংস করেননি, যেভাবে তিনি কোন প্রতারককে ধ্বংস করেন। আমার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দেহ ও আত্মার উপর এত অনুগ্রহ করেছেন যা গণনাতীত। আমি খোদার তরফ হতে ওহী ও ইলহাম প্রাপ্তির দাবী তখন করেছিলাম যখন

আমি যুবক ছিলাম এবং এখন আমি বৃদ্ধ। আমার এই দাবীর পর বিশ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে, আমার অনেক আত্মীয়-স্বজন যারা আমার বয়সে কম ছিল, গত হয়েছেন এবং তিনি আমাকে দীর্ঘায়ূ দান করেছেন। আমার প্রত্যেক বিপদের সময় তিনি আমার পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধু থেকেছেন। অতএব এ বৈশিষ্ট্য কি কখনও এক প্রতারকের হতে পারে? *(রূহানী খাযায়েন, ১১ খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা)*

জামাত গঠনের উদ্দেশ্য

হে আমার বন্ধুগণ– যারা আমার বয়আতের সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত! খোদা তাআলা আমাকে ও তোমাদেরকে যেন ঐ সকল কর্মের তৌফিক দান করেন যার ফলে তিনি সন্তুষ্ট হন। আজ তোমরা সংখ্যায় নগণ্য। (আজ তোমাদেরকে) অবজ্ঞাব দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর সেই সুন্নত অনুযায়ী এক পরীক্ষা যা আদিকাল হতে প্রবাহমান রয়েছে। প্রত্যেক দিক হতে তোমাদের পদস্খলনের চেষ্টা করা হবে, সার্বিকভাবে নির্যাতন করা হবে, বিভিন্ন ধরনের কটাক্ষ শুনতে হবে এবং যারা তোমাদেরকে জিহ্বা বা হস্ত দ্বারা দুঃখ দেবে, তারা মনে করবে যে, তারা ইসলামের সেবা করছে। আকাশ হতেও তোমাদের উপর কিছু পরীক্ষা আসবে যাতে তোমরা সার্বিকভাবে পরীক্ষিত হও। অতএব শুনে রাখ! তোমাদের বিজয় ও প্রাধান্য লাভের এই পন্থা এরূপ নয় যে, তোমরা নিজ শুষ্ক দর্শনকে অবলম্বন কর অথবা বিদ্রুপের উত্তরে বিদ্রূপ কর অথবা গালমন্দের উত্তরে গালমন্দ দাও। তোমরা যদি এই পন্থা অবলম্বন কর তা হলে তোমাদের হৃদয় কঠোর হয়ে যাবে এবং তোমাদের মধ্যে শুধু দাবীই বিদ্যমান থাকবে (আমল নয়) যাকে আল্লাহ্ তাআলা অপসন্দ করেন ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। সুতরাং এরূপ করো না, নচেৎ দুইটি অভিশাপ তোমাদের উপরে একত্রিত হয়ে পড়বে; একটি সৃষ্টির অপরটি খোদার।
(রূহানী খাযায়েন, তৃতীয় খন্ড, ৫৪৬ পৃষ্ঠা)

'কখনও মনে করবে না যে, খোদা তোমাদেরকে বিনষ্ট করবেন। তোমরা খোদার স্বহস্তে রোপিত এক বীজ বিশেষ, যা ভূ-পৃষ্ঠে বপন করা হয়েছে। খোদাতাআলা বলেছেন, এই বীজ, বর্ধিত হবে, পুষ্প প্রদান করবে, শাখা-প্রশাখা সর্ব দিকে প্রসারিত হবে এবং এটা মহামহীরূহে পরিণত হবে।' সুতরাং ধন্য তারা, যারা খোদার বাক্যে ঈমান রাখে এবং মধ্যবর্তীকালীন বিপদাবলীর জন্য ভীত হয় না। কারণ, বিপদাবলীর আগমনও আবশ্যক যেন খোদা তাআলা তোমাদের পরীক্ষা করেন কে তোমাদের মধ্যে স্বীয় বয়'আতের দাবীতে সত্যবাদী এবং কে

মিথ্যাবাদী। যে ব্যক্তি বিপদের সময়ে পদস্খলিত হবে, সে খোদার কোনই অনিষ্ট করবে না, তার দুর্ভাগ্য তাকে জাহান্নামে উপনীত করবে। তাদের উপর বিপদের ভূমিকম্প আসবে, দুর্ঘটনার তুফান বইবে, জাতিগণ তাদের প্রতি হাসি-বিদ্রূপ করবে। জগৎ তাদের প্রতি উপেক্ষামূলক ব্যবহার করবে। পরিশেষে তারা বিজয় লাভ করবে এবং আশিসের দ্বারসমূহ তাদের জন্য উদঘাটিত করা হবে। খোদা তাআলা আমার জামাতকে অবহিত করার জন্য আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, যারা ঈমান এনেছে, এরূপ ঈমান যে, তাতে কোন পার্থিব স্বার্থ বা লালসার সংমিশ্রণ নেই এবং সেই ঈমান যা কপটতা কিংবা ভীরুতায় দূষিত নয় এবং এটা আজ্ঞানুবর্তিতার কোন দিক হতেই বঞ্চিত নয়, এমন লোকগণ খোদার প্রিয়। তাদের পদবিক্ষেপই সত্যের পদবিক্ষেপ।

(রূহানী খাযায়েন, ২০ খন্ড, ৩০৯ পৃষ্ঠা)

অতএব যারা আমার শিষ্যমন্ডলী বলে পরিচয় দিয়ে থাক, একথা নিশ্চিত জেনো যে, আকাশে কেবল তখনই তোমরা আমার শিষ্যমন্ডলী পরিগণিত হবে, যখন তোমরা সত্য সত্যই ধর্মনিষ্ঠার পথে অগ্রসর হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের দৈনিক পাঁচবারের নামায এরূপ ভীতি সহকারে এবং নিবিষ্টচিত্তে পড়বে, যেন তোমরা আল্লাহ্ তাআলাকে সাক্ষাৎভাবে দেখছো। তোমাদের রোযাও নিষ্ঠার সাথে পালন করবে। তোমাদের মধ্যে যারা যাকাত দেয়ার উপযুক্ত তারা অবশ্য যাকাত দিবে। যাদের জন্য হজ্জ ফরয এবং এর পালনে কোন বাধা নেই, তারা অবশ্য হজ্জ করবে। তোমরা সকল পুণ্য কাজ সুচারুরূপে করবে এবং সকল পাপকে ঘৃণার সাথে পরিহার করবে, একথা নিশ্চয় জানবে যে, কোন ধর্ম আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত হবে না, যাতে প্রকৃত তাকওয়া নেই। এই তাকওয়াই সকল পুণ্যের মূল, যে কর্মে এই মূল পরিত্যক্ত হয় না। সেই কর্ম কখনও ধ্বংস হবে না, এটা নিশ্চিত যে, পূর্ববর্তী বিশ্বাসীদের মত তোমাদেরকেও নানা প্রকার দুঃখ-কষ্টের পরীক্ষা দিতে হবে। অতএব, সতর্ক থেকো যেন তোমাদের পদস্খলন না হয়। যদি আল্লাহ্‌র সাথে তোমাদের সম্বন্ধ দৃঢ় থাকে, তবে পৃথিবী তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তোমাদের ক্ষতি তোমাদের হাত দ্বারাই সাধিত হতে পারে, শত্রুর হাত দ্বারা নয়। তোমাদের সমস্ত পার্থিব সম্মান যদি ধ্বংস হয়, তবে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে আকাশে এক অক্ষয় সম্মান দিবেন। অতএব তোমরা কখনও তাঁকে পরিত্যাগ কর না। এটা নিশ্চিত যে, তোমাদেরকে দুঃখ দেয়া হবে এবং তোমাদের অনেক আশা অপূর্ণ থাকবে। কিন্তু তোমরা তাতে দুঃখিত হবে না। কারণ তোমাদের খোদা দেখতে চান যে, তোমরা তাঁর পথে দৃঢ়তায় সংকল্পবদ্ধ কিনা। তোমরা যদি চাও যে, আকাশে ফেরেশতারাও

তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করেও সদানন্দ থাকবে, কুবাক্য শুনেও কৃতজ্ঞ থাকবে। নিজের ইচ্ছার বিফলতা দেখেও আল্লাহ্র সাথে তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করো না। তোমরাই আল্লাহ্র শেষ ধর্মমন্ডলী। সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যা হতে আর উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নয়।
(রূহানী খাযায়েন, ১৯ খন্ড, ১৭ পৃষ্ঠা)

আমি উপদেশ দিচ্ছি যে, সত্যকে বিসর্জন দিয়ে বেইনসাফী তথা অন্যায়কে গ্রহণ করো না। কোন শিশু অথবা শত্রু হতেও যদি কোন সত্য পাও তবে নিজ শুষ্ক দর্শনকে ছেড়ে ওটাকে তৎক্ষনাৎ গ্রহণ কর। সত্যের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন (সূরা হাজ্জ : ৩১ আয়াত) অর্থাৎ মূর্তির অপবিত্রতা হতে বাঁচ এবং মিথ্যা হতেও বাঁচ, কেননা এটা মূর্তি হতে কম নয়। যেই বস্তু কিবলা হতে সরিয়ে দেয় এটাই তোমার রাস্তার মূর্তি। সত্য সাক্ষ্য দাও, যদিও এটা তোমার পিতা, ভাই অথবা বন্ধু-বান্ধবদের বিরুদ্ধেই হয়। কোন শত্রুতা যেন তোমার ইনসাফের পথে বাধা না হয়।
(রূহানী খাযায়েন, তৃতীয় খন্ড, ৫৫০ পৃষ্ঠা)

তোমরা যদি ইচ্ছা কর যে, আকাশে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, তবে তোমরা পরস্পর সহোদর ভাইয়ের মত হয়ে যাও। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক মহৎ, যে নিজের ভায়ের অপরাধ অধিক ক্ষমা করে, এবং বড়ই দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি, যে হঠকারিতা করে এবং নিজের ভায়ের অপরাধ ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয়। তদ্রূপ ব্যক্তির সাথে আমার কোন সংস্রব নেই। খোদা তাআলার অভিশাপ হতে সর্বদা অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত থেকো। কারণ, তিনি অতি পবিত্র এবং আত্মমর্যাদাভিমানী। পাপাচারী কখনও খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। অহংকারী কখনও তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে না। বিশ্বাসঘাতক কখনও তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে না। যে কেউ তাঁর নামের সম্মান রক্ষা করতে ব্যগ্র নয়, সে কখনও তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে না। যারা কুকুর, পিপীলিকা বা শকুনের মত সংসারাসক্ত এবং সংসার সম্ভোগে নিমগ্ন, তারা কখনও তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে না। প্রত্যেক অপবিত্র চোখ তাঁর থেকে দূরে। প্রত্যেক পাপাসক্ত মন তাঁর সম্বন্ধে অজ্ঞ। যে ব্যক্তি তাঁর জন্য অগ্নিতে নিপতিত, তাকে অগ্নি হতে মুক্তি দেয়া হবে। যে তাঁর জন্য কাঁদে, সে অবশ্য হাসবে। যে ব্যক্তি তাঁর উদ্দেশ্যে সংসার বর্জন করে, সে নিশ্চয় তাঁকে লাভ করবে। তোমরা আন্তরিকতাপূর্ণ সরলতা এবং উৎসাহের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব লাভ করতে অগ্রসর হও; তা হলে তিনিও তোমাদের বন্ধু হবেন।
(রূহানী খাযায়েন, ১৯ খন্ড, ১৪-১৫ পৃষ্ঠা)

উপদেশ

আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা অহংকার হতে বাঁচ কেননা আমাদের মহাপ্রতাপশালী খোদার দৃষ্টিতে অহংকার অত্যন্ত ঘৃণ্য। হতে পারে যে, তোমরা অহংকার সম্বন্ধে জ্ঞাত নও। সুতরাং তোমরা আমার থেকে এটি বুঝে নাও, কেননা আমি খোদার ওহীর দ্বারা বলছি। প্রত্যেক এমন ব্যক্তি অহংকারী যে নিজ ভাইকে এ জন্য অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে যে, সে তার চেয়ে বেশী জ্ঞানী অথবা বুদ্ধিমান অথবা কর্মকুশলী। কেননা সে খোদা তাআলাকে বুদ্ধি ও জ্ঞানের উৎস মনে করে না, বরং নিজেকে কিছু একটা মনে করতে থাকে। খোদা কি তাকে উম্মাদ করে দেয়ার শক্তি রাখেন না? আর তিনি তার সেই ভাইকে, যাকে সে হেয় মনে করে থাকে তাকে তার চেয়ে বুদ্ধি জ্ঞান ও কৌশলের আধিক্য দান করতে পারেন না? এমনিভাবে সেই ব্যক্তিও যে নিজ ধনদৌলত ও ঐশ্বর্যের দরুন নিজ ভাইকে নগণ্য মনে করে থাকে সেও অহংকারী। কেননা, সে ভুলে যায় যে, এ সম্মান ও ঐশ্বর্য খোদাই তাকে দান করেছেন। সে অন্ধ জানে না যে, খোদা তাআলা তার উপর এমন বিপদ অবতীর্ণ করার শক্তি রাখেন যার দরুন সে নিম্নস্তরে নিপতিত হতে পারে এবং তার সেই ভাইকে, যাকে সে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেছিল তা হতে উত্তম ধনদৌলত দান করতে পারেন। এমনিভাবে সেই ব্যক্তিও যে তার সুস্বাস্থ্যের জন্য গৌরববোধ করে থাকে অথবা নিজ সৌন্দর্য, গুণাবলী ও শক্তির জন্য ঈর্ষা করে নিজ ভাইকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে,সে-ও অহংকারী। সে তো খোদা হতে অজ্ঞ যিনি তার উপর এমন শারিরীক ত্রুটি অবতীর্ণ করে তাকে সেই ভাই হতে খারাপ অবস্থায় নিপতিত করতে পারেন।

(রূহানী খাযায়েন, ১৮ খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা)

কুৎসা রটানো

অন্যায় সন্দেহ (বদযন্নি) এক মারাত্মক আপদ। এটা শীঘ্র ঈমানকে ভস্মীভূত করে, যেভাবে জলন্ত অগ্নিশিখা শুষ্ক খড় ও তৃণকে ভস্মীভূত করে থাকে। যে ব্যক্তি খোদার প্রেরিত পুরুষদের সম্বন্ধে সন্দিহান হয়, খোদা স্বয়ং তার শত্রু হয়ে যান এবং এরূপ ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হন। তিনি তাঁর মনোনীত পুরুষদের সম্মান সম্বন্ধে এমন মর্যাদাবোধ পোষণ করেন যে, কারও মধ্যে এর তুলনা পাওয়া যায় না। যখন আমার বিরুদ্ধে নানা প্রকার মোকদ্দমা আনয়ন করা হয়েছিল, তখন খোদার সেই মর্যাদাবোধ আমার জন্য উদ্বেলিত হয়েছিল।

(রূহানী খাযায়েন, ২০ খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা)

আমি তোমাদেরকে সত্য সত্যই বলছি যে, কুৎসা রটনা করা এক জঘন্য পাপ যা ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়, সত্য হতে অনেক দূরে নিয়ে যায় এবং বন্ধুত্বকে শত্রুতায় পরিণত করে দেয়। সিদ্দিকীয়তের মর্যাদা লাভের জন্য কুৎসাকে পরিহ-ার করা আবশ্যক। যদি ভুলবশতঃ কেউ কুৎসা করে ফেলে তাহলে সে যেন অনুতপ্ত হয়ে খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয় এবং এই দোয়া করতে থাকে যে, আগামীতে যেন এমন মন্দ কাজ তার দ্বারা না হয়। খোদা যেন তাকে এরূপ ব্যভিচার হতে রক্ষা করেন। এ আধ্যাত্মিক ব্যাধিকে কেউ যেন হালকা করে না দেখে। এটা অত্যন্ত ভয়ানক ব্যাধি যা ধীরে ধীরে আক্রান্তকারীকে ধ্বংস করে দেয়। *(মালফুযাত, ১ম খন্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা)*

তোমাদের উচিৎ, সহানুভূতি ও তোমাদের চিত্ত-শুদ্ধি দ্বারা তোমরাও 'রূহুল কুদুস'– 'ঐশী আশিসের অংশ' লাভ কর। কারণ রূহুল কুদুস ব্যতীত প্রকৃত তাকওয়া লাভ হয় না। প্রবৃত্তির বশবর্তিতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সেই পথ অবলম্বন কর যা অপেক্ষা কোন পথই সংকীর্ণতর নয়। দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মুগ্ধ হয়ো না, কারণ এটা খোদা হতে দূরে নিক্ষেপ করে। খোদার নিমিত্ত কঠোর এবং বিষাদময় জীবন অবলম্বন কর। যে দুঃখ-ব্যথায় খোদা সন্তুষ্ট হন তা সেই সুখ-সম্ভোগ অপেক্ষা উত্তম যার ফলে খোদা অসন্তুষ্ট হন। যে পরাজয়ে খোদা সন্তুষ্ট হন, তা সেই বিজয় অপেক্ষা উত্তম যার দরুন খোদার ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হয়। সেই প্রেম পরিহার কর যা খোদার ক্রোধের নিকটবর্তী করে।

যদি তোমরা বিশুদ্ধ চিত্তসহ তাঁর নিকট উপস্থিত হও, তবে তিনি সকল দিক দিয়েই তোমাদের সাহায্য করবেন এবং কোন শত্রু তোমাদের অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না। *(রূহানী খাযায়েন, ২০ খন্ড, ৩০৭ পৃষ্ঠা)*

খোদা তাআলা কুরআন শরীফে তাকওয়াকে পোষাক বলে অভিহিত করেছেন। 'লেবাসুত তাক্‌ওয়া' কুরআন শরীফের শব্দ যা এ দিকে ইঙ্গিত করে থাকে যে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য ও শোভা তাক্‌ওয়া দ্বারাই সৃষ্টি হয়ে থাকে। অঙ্গীকার এবং অনুরূপভাবে সৃষ্টির সকল আমানত ও কর্তব্যকে যথাসম্ভব পূর্ণ করবে অর্থাৎ এর সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম রীতিকেও যথাসম্ভব পালন করবে।
(রূহানী খাযায়েন, ২১ খন্ড, ২১০ পৃষ্ঠা)

আমাদের খোদা অগণিত আশ্চর্য শক্তির অধিকারী। কিন্তু মাত্র সেই ব্যক্তিই তাঁর আশ্চর্যলীলা দর্শন করতে পারে, যে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর হয়ে যায়। যে ব্যক্তি তাঁর শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না এবং তাঁর একনিষ্ঠ বিশ্বস্ত সেবক নয় এবং

তাঁর আশ্চর্যলীলাসমূহ প্রদর্শন করে না কত হতভাগ্য সে ব্যক্তি। যে আজও জানে না যে, তার এরূপ এক খোদা আছেন, যিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। *(রূহানী খাযায়েন, ১৯ খন্ড, ২০ পৃষ্ঠা)*

ইলহাম

যখন খোদা তাআলা নিজ বান্দাকে তার দোয়ার পর অথবা নিজ তরফ হতে কোন অদৃশ্যের বিষয়ে অবগত করতে চান, তখন অকস্মাৎ তার উপর সংজ্ঞাহীনতা ও মোহিত হয়ে যাওয়ার অবস্থার সৃষ্টি করে দেন যার দরুন সে নিজ অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলে। সেই অচৈতন্য ও সংজ্ঞাহীনতার মধ্যে সে এমনভাবে নিমজ্জিত হয়ে যায় যেমনভাবে কোন ব্যক্তি পানিতে ডুব দেয় এবং পানির নীচে চলে যায়। অতএব, মানব যখন সম্মোহিত হওয়ার অবস্থা হতে বাইরে চলে আসে যা ডুবন্ত অবস্থার ন্যায়, তখন সে নিজের ভিতরে এমন অবস্থা উপলব্ধি করে যেন এক গুঞ্জন ধ্বনি উঠছে। যখনই সেই গুঞ্জন ধ্বনি কিছু কমে যায় তখন অবশ্য তার অন্তরে এক সুন্দর সূক্ষ্ম ও সুমধুর কালাম অনুভূত হয়। এরূপ নিমজ্জন সংজ্ঞাহীনতার এক অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ বিষয়, যার রহস্যাবলী বর্ণনা করার জন্য ভাষা পাওয়া যায় না। এটি সেই অবস্থা যারদ্বারা মানুষের জন্য তত্ত্বজ্ঞানের স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হতে আরম্ভ করে। কেননা বার বার দোয়া করার সময় খোদা তাআলা তাঁর বান্দার উপর এই নিমজ্জন ও সংজ্ঞাহীনতার অবস্থা সৃষ্টি করে তাকে তার প্রতিটি দোয়ার সূক্ষ্ম ও উত্তম ভাষায় উত্তর দান করেন। এবং প্রত্যেক জিজ্ঞাসার সময় তার উপর ঐসব রহস্যাবলী উদ্‌ঘাটিত করেন যা উদ্‌ঘাটন করা মানব শক্তির বাইরে। এই বিষয় তার জন্য অধিক তত্ত্বজ্ঞান ও পূর্ণ তত্ত্বদর্শন লাভের কারণ হয়ে যায়। বান্দার দোয়া এবং খোদার নিজ উলুহিয়্যতের (ঈশ্বরত্বের) প্রকাশ দ্বারা প্রত্যেক দোয়ার জবাব দেয়া এমন এক বিষয় যেন এ জগতে বান্দা নিজ খোদাকে দেখে নেয় এবং দুই জগৎ বিনা ব্যক্তিক্রমে তার জন্য একই হয়ে যায়। *(রূহানী খাযায়েন, প্রথম খন্ড, ২৬০পৃষ্ঠা)*

আর এক ধরণের ইলহাম যা মানব হৃদয়ের সাথে কিছুই সম্পর্ক রাখে না, বরং বাইরে থেকে এক আওয়াজ আসে। এই আওয়াজ এমন মনে হয়ে থাকে যেন পর্দার পিছনে কেউ বলছে। কিন্তু এই আওয়াজ অত্যন্ত সুমধুর, প্রাঞ্জল ও কিছু তড়িৎ গতিতে হয় এবং এ দ্বারা অন্তর তৃপ্তি পায়। মানুষ কিছু মগ্ন অবস্থায় থাকে যখন অকস্মাৎ আওয়াজ শোনা যায় এবং আওয়াজ শুনে সে আশ্চর্যান্বিত হয় যে, এই আওয়াজ কোথা হতে এলো এবং কে আমার সাথে কথা বললো। হতভম্বের ন্যায় সে সম্মুখে পশ্চাতে দেখতে থাকে, অতঃপর সে বুঝে যায় কোন ফেরেশতা

এই আওয়াজ দিয়েছে। এই পার্থিব আওয়াজ সুসংবদ্ধরূপে বেশীর ভাগ এমন সময়ে এসে থাকে যখন মানুষ কোন বিষয়ে অত্যন্ত চিন্তিত ও দুঃখিত হয়ে পড়ে অথবা কোন দুঃসংবাদ শুনে যা আসলে মিথ্যা ছিল দুশ্চিন্তায় মগ্ন হয়ে যায়।
(রূহানী খাযায়েন, প্রথম খন্ড, ২৮৭ পৃষ্ঠা)

অনুরূপভাবে নূরের কল্যাণেও তাঁর এই রীতি রয়েছে যে, যার নিকট কিছু নূর আছে তাকেই আরো নূর দেয়া হয়। যার নিকট কিছু নেই তাকে কিছুই দেয়া হয় না। যে ব্যক্তি চোখের জ্যোতির অধিকারী সে-ই সূর্যের আলো দেখতে পায় এবং যার চোখের জ্যোতি নেই সে সূর্যের জ্যোতি হতে অজ্ঞ থাকে। যে ব্যক্তি প্রকৃতির নূর কম পেয়েছে সে অন্যান্য নূর হতেও কম পেয়ে থাকে। যে ব্যক্তি প্রকৃতির নূরের বেশী অধিকারী সে অন্যান্য নূর হতেও অংশ পেয়ে থাকে।
(রূহানী খাযায়েন, প্রথম খন্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা)

খোদা তাআলা নিজ রহস্যপূর্ণ জগতকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন–

(ক) জড় জগত– যা চক্ষু, কর্ণ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারা এবং জড় যন্ত্রসমূহের মাধ্যমে অনুভূত হয়ে থাকে।

(খ) আধ্যাত্মিক জগত– বুদ্ধি এবং অনুমানের মাধ্যমে বুঝা যায়।

(গ) সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর আধ্যাত্মিক জগত– যা এমন তীক্ষ্ম, বোধশক্তির ঊর্ধ্বে ও চিন্তার উর্দ্ধাশ্রিত জগৎ– যার সম্বন্ধে অল্পসংখ্যক লোক জ্ঞাত আছেন। এটা অদৃশ্য জগৎ মাত্র, যেখানে পৌঁছার জন্য বিবেককে শক্তিদান করা হয়নি। এটা কেবল বিশ্বাস মাত্র। এ জগৎ সম্বন্ধে দিব্যদর্শন, ওহী ও ইলহাম দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় অন্য কিছু দ্বারা ইহা সম্ভব নয়। যেমন কিনা আল্লাহ্‌র চিরাচরিত বিধান সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত এবং সত্যায়িত যে, উপরে বর্ণিত প্রথম দুই জগতকে পাওয়ার জন্য মানব জাতিকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও শক্তি দান করেছেন। অনুরূপভাবে তৃতীয় জগতকে পাওয়ার জন্যও অসীমদাতা আল্লাহ্ তাআলা মানব জাতির জন্য এক পন্থা রেখেছেন এবং সেই পন্থা হল ওহী, ইলহাম, দিব্য-দর্শন (কাশফ) যা কোন কালে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ ও বিলুপ্ত হতে পারে না বরং শর্তাবলী পালনকারীগণ সর্বদা একে পেয়েছেন এবং পেতে থাকবেন।
(রূহানী খাযায়েন, দ্বিতীয় খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা)

ফেরেশ্‌তা

কুরআন শরীফের ভিত্তিতে অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করলে জানা যায় যে, মানব জাতি এবং পৃথিবীর সকল বস্তুর বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য কতিপয়

মাধ্যম হওয়া আবশ্যক। কুরআন শরীফের কতিপয় ইঙ্গিতের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, কিছু সংখ্যক ঐ সকল পবিত্র আত্মা যারা ফিরিশতা নামে অভিহিত, তাদের আকাশের বিভিন্ন স্তরের সাথে পৃথক পৃথক সম্পর্ক রয়েছে। কেউ নিজ বিশেষ প্রভাব দ্বারা বায়ু প্রবাহিত করে থাকেন। কেউ বৃষ্টি বর্ষণকারী এবং কেউ এই দুনিয়াতে আরও ভিন্ন ধরণের প্রভাব অবতীর্ণকারী রয়েছেন।
(রূহানী খাযায়েন, তৃতীয় খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা)

এটাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ইসলামী বিধান মতে ফেরেশ্‌তাদের প্রকৃতির মর্যাদা মানবের প্রকৃতি হতে অধিক নয়, বরং মানবের প্রকৃতি ফেরেশ্‌তাদের প্রকৃতি হতে উত্তম। জড়দেহ ও আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনায় তাদের মাধ্যম হওয়া তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ নয়, বরং কুরআন শরীফের উপদেশ মতে তাদেরকে সেবকের ন্যায় কর্মে লাগানো হয়েছে। *(রূহানী খাযায়েন, তৃতীয় খন্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা)*

হয়তো কোন অজ্ঞ ব্যক্তি ফেরেশ্‌তার অবতরণের অর্থ কি তা ভেবে আশ্চার্যান্বিত হতে পারে। অতএব, প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ্‌ তাআলার চিরাচরিত রীতি এভাবে প্রচলিত আছে যে, যখন কোন রসূল বা নবী বা মুজাদ্দেদ মানব জাতির সংস্কার সাধনের জন্য আকাশ হতে অবতীর্ণ হন যারা যোগ্যতা সম্পন্ন হৃদয়সমূহে হেদায়াত দান করেন ও পুণ্যের আগ্রহ সৃষ্টি করেন এবং তাঁরা অনবরত অবতীর্ণ হতে থাকেন যে পর্যন্ত না অবিশ্বাস (কুফরী) ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকার দূরীভূত হয়ে ঈমান, বিশ্বাস ও সততার প্রভাতের উদয় হয়। যেমন আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন, সেই রাতে মহাপ্রভুর আদেশে ঐশী দূতগণ এবং পবিত্রাত্মা অবতীর্ণ হয় এবং সমস্ত কার্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়, যে পর্যন্ত না প্রভাতের উদয় হয় (সূরাতুল কাদর)।

সুতরাং, ঐশী দূত এবং 'রূহুল কুদুস'-এর অবতীর্ণ হওয়া অর্থাৎ আকাশ হতে অবতীর্ণ হওয়া তখনই সম্পাদিত হয় যখন এক মহান মর্যাদাশীল পুরুষ খেলাফতের ভূষণে ভূষিত এবং ঐশী বাণী দ্বারা সম্মানিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হন। সেই খলীফারই বিশেষভাবে রূহুল কুদুস লাভ হয়।
(রূহানী খাযায়েন, তৃতীয় খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা)

জিহাদ

ইসলাম কখনও জোর জবরদস্তি শিক্ষা দেয় না। যদি কুরআন শরীফ, হাদীসের পুস্তকাদি এবং ইতিহাসের বই-পুস্তক গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং যতদূর মানুষের জন্য সম্ভব চিন্তার সাথে অধ্যয়ন করা অথবা শ্রবণ করা যায় তা

হলে এত ব্যাপক তথ্যাদির পর পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে জানতে পারবে যে, ইসলাম ধর্মকে বলপূর্বক বিস্তার দানের জন্য তরবারি উঠানো হয়েছে– অপবাদ অত্যন্ত ভিত্তিহীন ও লজ্জাকর অপবাদ। এটা (তরবারির দ্বারা ইসলামের প্রচার) ঐ সব লোকের ধারণা যারা গোঁড়ামির দরুন কুরআন, হাদীস ও ইসলামের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পড়েনি, বরং মিথ্যা এবং অপবাদকে ব্যবহার করে কাজ নিয়েছে। কিন্তু আমি জানি যে, সেই সময় সন্নিকটে যখন সত্যবাদিতার ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্তরা এই অপবাদগুলোর প্রকৃত স্বরূপ কি তা জেনে যাবে। আমরা কি সেই ধর্মকে জোর জবরদস্তির ধর্ম বলতে পারি যার ধর্মীয় পুস্তক কুরআনে দ্ব্যর্থহীনভাবে এই নির্দেশ দেয়া আছে যে, **'লা ইকরাহা ফিদ্দীন'** অর্থাৎ ধর্মে কোন প্রকার বল প্রয়োগ নেই (সূরা বাকারা : ২৫৭ আয়াত)।

আমরা কি সেই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবীর উপর বল প্রয়োগের অপবাদ দিতে পারি, যিনি মক্কা মোকররমায় তেরটি বছর নিজ সাথীদেরকে দিন-রাত এ উপদেশ দিয়ে এসেছেন যে, নির্যাতনের মোকাবেলা করো না, ধৈর্য ধারণ কর। হ্যাঁ যখন শত্রু অনিষ্টতা সীমালংঘন করে ফেলল এবং ইসলাম ধর্মকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য সকল জাতি চেষ্টা করল তখন খোদার মর্যাদাবোধ চাইলো যে, যারা তরবারি উঠিয়েছে তাদের যেন তরবারি দ্বারা প্রতিহত করা হয়। নতুবা কুরআন শরীফ কখনও জোর জবরদস্তির শিক্ষা দেয়নি। যদি জোর জবরদস্তির শিক্ষা দেয়া হত, তা হলে আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবারা জোর জবরদস্তির শিক্ষার ফলে, এরূপ যোগ্যতা রাখতেন না যে, সময়ে প্রকৃত বিশ্বাসীদের ন্যায় সততা দেখাতেন। কিন্তু আমাদের নেতা ও প্রভু নবী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবাদের বিশ্বস্ততা এমন এক বিষয় যা আমাদের প্রকাশের অপেক্ষা রাখে না। এ বিষয় কারো জন্য লুক্কায়িত নয় যে, তাদের সততা ও বিশ্বস্ততা এত উচ্চ পর্যায়ের প্রকাশ হয়েছিল যে, অন্যান্য জাতিতে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া দুষ্কর। এই বিশ্বস্ত জাতি তরবারির নীচেও নিজ বিশ্বস্ততা ও সততাকে ত্যাগ করেনি। বরং তারা মর্যদাসম্পন্ন ও পবিত্র নবীর সাহচর্যে এমন সততা দেখিয়েছে যে মানবের মধ্যে সেই সততা ততক্ষণ পর্যন্ত সৃষ্টি হতে পারে না– যতক্ষণ না তার হৃদয় ও বক্ষ ঈমানের জ্যোতিতে প্রজ্জ্বলিত হয়।

(রূহানী খাযায়েন, ১৫ খন্ড, ১১-১২ পৃষ্ঠা)

সকল প্রকৃত মুসলমান যারা এ দুনিয়া হতে গত হয়েছেন তাদের কখনও এ বিশ্বাস ছিল না যে, ইসলামকে তরবারি দ্বারা প্রসারতা দান করা আবশ্যক বরং ইসলাম সর্বদা নিজ গুণাবলীর দরুনই দুনিয়াতে বিস্তার লাভ করেছে। সুতরাং

যারা মুসলমান পরিচয় দেয়ার পরও শুধু এই কথাই জানেন যে, ইসলামকে তরবারি দ্বারা প্রসারতা দেয়ার প্রয়োজন তারা ইসলামের গুণাবলী সম্বন্ধে জ্ঞাত নন। তাদের কার্যকলাপ বন্য জন্তুর ন্যায়। (রূহানী খাযায়েন, ১৫ খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা)

দোয়া

যখন আল্লাহ্ তাআলার আশিস নিকটবর্তী হয় তখন তিনি দোয়ার কবুলিয়তের জন্য উপকরণসমূহের ব্যবস্থা করে থাকেন। হৃদয় উদ্বেলিত ও সতেজ হয়ে বিগলিত হতে শুরু করে। যখন দোয়ার কবুলিয়তের জন্য উপযুক্ত সময় আসে না তখন হৃদয়ে সেই অশান্তি থাকে না যার ফলে খোদামুখী হওয়া যায়। যদি কেউ খোদামুখী হওয়ার উদ্যোগী হয় তথাপি তার হৃদয় নিজের ইচ্ছার প্রতি সাড়া প্রদর্শন করে না। এটা এজন্য যে, প্রায়ই খোদা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী রায় দান করেন এবং কোন কোন সময় তাঁর বান্দার প্রার্থনাও মঞ্জুর করেন।

এ কারণে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত খোদার ইচ্ছার প্রকাশ উপলব্ধি না করতে পারি ততক্ষণ পর্যন্ত দোয়ার কবুলিয়তের জন্য বেশী আশাবাদী হতে পারি না। এরূপ মুহূর্তে, দোয়ার কবুলিয়ত হতে যে আনন্দ পাওয়া যায় এর চেয়েও বেশী আনন্দে আমি আমার প্রভুর ইচ্ছার নিকট মস্তক অবনত করি। প্রকৃত পক্ষে আমি জানি যে, খোদার ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণের আশিস ও ফলের পরিণাম সুদূর প্রসারী। *(মালফুযাত, প্রথম খন্ড)*

আমাদের বিশ্বাস

আমরা এ কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদা তাআলা ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর রসূল ও খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্তা সত্য, হাশর (মৃত্যুর পর পুনরুত্থান) সত্য, জান্নাত সত্য এবং জাহান্নাম সত্য। আমরা ঈমান রাখি যে, আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু যা কিছু কুরআন শরীফে বলেছেন এবং যা কিছু আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন তা সবই উল্লেখিত বর্ণনা মোতাবেক সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, যে ব্যক্তি ইসলামী শরীয়তের মধ্য হতে একবিন্দু কম করে কিংবা একবিন্দু বেশী করে এবং ফরয পরিত্যাগ করার ও অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে সে বেঈমান ও ইসলামদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে এ উপদেশ দিচ্ছি যে, তারা যেন বিশুদ্ধচিত্তে পবিত্র কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' এর উপর ঈমান রাখে এবং

এর উপর প্রতিষ্ঠিত থেকেই মৃত্যুবরণ করে এবং সকল আম্বিয়া ও কিতাবসমূহের উপর ঈমান রাখে যাদের সত্যতা কুরআন শরীফ হতে প্রমাণিত এবং রোযা, নামায, যাকাত ও হজ্জ এবং খোদা তাআলা ও তাঁর রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় ফরযকে ফরয এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজকে নিষিদ্ধ জেনে সঠিকভাবে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। *(রূহানী খাযায়েন, ১৪ খন্ড, ৩২৩ পৃষ্ঠা)*

হে লোকজন, যারা এই পৃথিবীতে বসবাস কর এবং হে সেই সব মানবাত্মাগুলি, যারা পূর্ব ও পশ্চিমে অবস্থান করছ। আমি পূর্ণ প্রচেষ্টার সাথে তোমাদেরকে এ দিকে নিমন্ত্রণ করছি যে, এ ধরাপৃষ্ঠে এখন ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম। তিনিই জীবন্ত খোদা যাঁকে কুরআন বর্ণনা করেছে। আধ্যাত্মিকভাবে চিরঞ্জীব নবী, প্রতাপ ও পবিত্রতার আসনে অধিষ্ঠিত হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-ই যাঁর আধ্যাত্মিক জীবন এবং মহান মর্যাদার আমরা এ প্রমাণ পেয়েছি যে, তাঁর আনুগত্যে ও ভালোবাসায় আমরা রূহুল কুদুস ও খোদার বাক্যালাপ এবং ঐশী নিদর্শনের পুরস্কার পেয়ে থাকি।
(রূহানী খাযায়েন, ১৫ খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা)

পাপ

প্রকৃতপক্ষে পাপ এমন এক বিষ, যা তখনই সৃষ্টি হয়, যখন মানুষ খোদা তাআলার প্রতি আনুগত্য, তাঁর জন্য উচ্ছ্বসিত প্রেম এবং তাঁর প্রেমপূর্ণ স্মরণ হতে স্খলিত ও বঞ্চিত হয়। মাটি হতে কোন উৎপাদিত বৃক্ষ যেমন রস শোষণ করার ক্ষমতা হারিয়ে দিন দিন শুকাতে থাকে এবং অবশেষে বিবর্ণ হয়ে যায় এরূপ অবস্থা সেই ব্যক্তিরও হয়ে থাকে যার হৃদয় খোদা তাআলার প্রেম হতে মূলোৎপাটিত হয়ে গেছে। অতএব শুষ্কতার ন্যায় পাপ তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। সুতরাং এই পাপ-রূপী শুষ্কতার প্রতিকারের জন্য খোদা তাআলার বিধানে তিনটি পদ্ধতি বর্ণিত আছে, (১) প্রেম; (২) ইস্তেগফার– যার অর্থ চাপা এবং ঢেকে দেয়ার ইচ্ছা, কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত বৃক্ষের শিকড় মাটিতে পতিত ও আবৃত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তা সজীবতা পেতে পারে; (৩) তৃতীয় বিধান হল 'তওবা' বা অনুশোচনা অর্থাৎ জীবন বারি আকর্ষণ করার জন্য খোদা তাআলার দিকে বিনয়ী হয়ে প্রত্যাবর্তন করা এবং নিজ সত্তাকে তাঁর নিকটবর্তী করা এবং সময়োপযোগী সৎকর্ম দ্বারা পাপের আবেষ্টন হতে নিজেকে বের করা। তওবা শুধু মৌখিক নয়, বরং তওবার পূর্ণতা সৎকর্মের সাথে সংযুক্ত। যাবতীয় সৎকর্মই তওবার পূর্ণতার জন্য। সকল সৎকর্মের উদ্দেশ্যই খোদা তাআলার নৈকট্য অর্জন করা। *(রূহানী খাযায়েন, ১২ খন্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা)*

নাজাত

নাজাত সম্বন্ধে যে কথা ইন্‌জীল বর্ণনা করেছে অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্রুশে মৃত্যু বরণ করা এবং পাপের প্রায়শ্চিত্তকারী হওয়া। এ বিশ্বাসকে কুরআন স্বীকৃতি দান করেনি, যদিও কুরআন শরীফ হযরত ঈসা (আঃ) কে এক সম্মানিত নবী, খোদার প্রিয় নৈকট্যপ্রাপ্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন বলে অভিহিত করেছে, তথাপি তাঁকে মানুষ হিসাবেই বর্ণনা করেছে। নাজাতের জন্য এটি অবশ্যক নয় যে, পাপের বোঝা অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া হোক। বিবেকও প্রত্যাখ্যান করে যে, পাক করলো রহিম মিঞা আর ধরা পড়লো করিম মিঞা– মানব বিবেক এটা প্রত্যাখ্যান করে। এ বিষয়ে তো জাগতিক আইনও এরূপ আচরণ করে না। পরিতাপের বিষয় যে, নাজাতের ব্যাপারে মূল তত্ত্বকে ভুলে খ্রিষ্টানরা যেরূপ ভুল করেছে তদ্রূপ আর্যরাও ভুল করেছে। কেননা আর্যদের মতে, তওবা ও ইস্তেগফার কিছুই নয়। তাদের মতে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ তার পাপের দরুন জন্মান্তরের বিভিন্ন আকৃতি ধারণ সম্পূর্ণ না করে যা তার পাপের জন্য নির্ধারিত শাস্তি তখনও সে মুক্তি পেতে পারে না। *(রূহানী খাযায়েন, ২৩ খন্ড, ৪১৪ পৃষ্ঠা)*

পরকাল

ইসলাম এরূপ উচ্চতর দর্শন বর্ণনা করে যে, প্রত্যেক আত্মা কবরের মধ্যে এমন দেহ পেয়ে থাকে যা আনন্দ ও শাস্তিকে উপলব্ধি করার জন্য আবশ্যক। আমরা সঠিকভাবে বলতে পারব না যে, ঐ দেহ কোন উপাদান হতে সৃষ্টি হয়। এই দেহ তো ধ্বংস হয়ে যায় এবং কেউ পর্যবেক্ষণ করতে পারে না যে প্রকৃতপক্ষে এ দেহই কবরে জীবিত হয় কি না? কেননা অনেক সময় দেহকে জ্বালিয়ে দেয়া হয় বা যাদুঘরে রাখা হয় এবং দীর্ঘকাল কবর হতে বাইরেও রাখা হয়। যদি দেহ-ই জীবিত করা হত তা হলে লোকেরা তা দেখতে পারত। অথচ কুরআন হতে জীবিত হওয়া প্রমাণিত হয়। সুতরং এটি মানতে হয় যে, এমন দেহ দ্বারা আমাদের জীবিত করা হয় যা আমরা দেখতে পারি না। হয় তো বা এ দেহেরই সূক্ষ্ম উপাদান দ্বারা (ঐ দেহ) গঠিত হয় তখন মানবীয় শক্তিগুলি উন্নত হয় এবং এই দ্বিতীয় দেহ সেহেতু প্রথম দেহ হতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়, এ জন্যই সেই দেহের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়।
(রূহানী খাযায়েন, ১৩ খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা)

আত্মা

মনোযোগ সহকারে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, দেহই আত্মার জননী। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোকের গর্ভে আত্মা উপর হতে নিপতিত হয় না। বরং এটা এক আলোস্বরূপ, যা বীর্যে নিভৃতভাবে গুপ্ত থাকে এবং দৈহিক পুষ্টি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বলতর হতে থাকে। খোদা তাআলার পবিত্র কালাম আমাদেরকে এই শিক্ষা দিচ্ছে যে, আত্মা এ দেহের মধ্যেই প্রকাশিত হয়, যা বীর্য হতে মাতৃ গর্ভে তৈরী হয়। যেমন তিনি কুরআন শরীফে বলেছেন, অতঃপর আমরা এ দেহকে, যা মাতৃগর্ভে তৈরী হয়েছিল, আর এক জন্মের রঙে আনয়ন করি এবং তার মধ্যে আরও এক সৃষ্টির প্রকাশ করি, যা আত্মা (রূহ) নামে অভিহিত হয়। খোদা বহু কল্যাণময় এবং এমন স্রষ্টা যে, কেউ তাঁর সমকক্ষ নেই (সূরা মূমেনুন : ১৫ আয়াত)।
(রূহানী খাযায়েন, ১০ খন্ড, ৩১ পৃষ্ঠা)

কোন বাগান যেমন পানি ছাড়া সবুজ থাকতে পারে না তেমনই কোন ঈমান সৎকর্ম ছাড়া জিন্দা ঈমান বলে অভিহিত হতে পারে না। যদি ঈমানের সাথে আমল না থাকে, তবে সে ঈমান তুচ্ছ। যদি আমল থাকে এবং ঈমান না থাকে, তবে তা কেবল লোক দেখানো কর্ম। ইসলামী বেহেশতের মূল তত্ত্ব এই যে, এটা ইহজগতের ঈমান ও আমলের এক প্রতিচ্ছায়া। এটা কোন নূতন জিনিস হবে না, যা বাহির হতে এসে মানুষের নিকট উপস্থিত হবে। বরং মানুষের বেহেশত মানুষের অভ্যন্তর হতে বর্হিগত হয়ে থাকে। প্রত্যেকের বেহেশত তারই ঈমান ও উত্তম কর্ম। এ জগতেই এগুলির উপভোগ শুরু হয়ে যায় এবং গুপ্তভাবে ঈমান ও আমলের বাগান এবং নহরগুলিও দৃশ্যমান হয়।
(রূহানী খাযায়েন, ১০ খন্ড, ৩৯০ পৃষ্ঠা)

ইয়া'জূজ-মা'জূজ

ইয়া'জূজ-মা'জূজের সময়ে প্রতিশ্রুত মসীহ্র আবির্ভূত হওয়া আবশ্যক। 'আজিজ' আগুনকে বলা হয় যা হতে ইয়া'জূজ-মা'জূজ শব্দের সৃষ্টি। অতএব খোদা তাআলা আমাকে বুঝিয়েছেন যে, ইয়া'জূজ-মা'জূজ সেই জাতি যারা পৃথিবীর অন্যান্য সকল জাতি হতে আগুনের প্রয়োগে শিক্ষক বরং আবিষ্কারক হবে। এই নামগুলিতে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে তাদের জাহাজ, রেলগাড়ী ও যন্ত্রগুলি আগুন দ্বারা চালিত হবে এবং তাদের যুদ্ধও আগুন দ্বারা হবে, তারা আগুন দ্বারা কাজ নিতে দুনিয়ার সকল জাতি হতে দক্ষ হবে। এ জন্য তারা ইয়া'জূজ-মা'জূজ বলে অভিহিত হবে। সুতরাং তারা হল ইউরোপবাসী যারা

আগুনের কলা কৌশলে এমন বিজ্ঞ, সক্রিয় ও অদ্বিতীয় যার বেশী বিবরণ দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। পূর্বের ঐশী পুস্তকেও যা বনী ইসরাঈলের নবীদের দেয়া হয়েছে, ইউরোপবাসীদেরকেই ইয়া'জূজ-মা'জূজ বলা হয়েছে। এমনকি 'মস্কো'র নামও লেখা রয়েছে যা রাশিয়ার আদি রাজধানী। সুতরং ইয়া'জূজ-মা'জূজের যুগে মসীহ্ মাওউদের আবির্ভাব নির্ধারিত ছিল।

(রূহানী খাযায়েন, ১৪ খন্ড, ২২৪ পৃষ্ঠা)

আধ্যাত্মিক জ্যোতি

তোমরা যেভাবে দেখে থাক যে, ফল নির্দিষ্ট সময়ে এসে থাকে। অনুরূপভাবে নূরও নিজস্ব সময়ে আসে। এটা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এটাকে কেউ আনতে পারে না এবং যখন অবতীর্ণ হয় তখন এটাকে কেউই রোধ করতে পারে না। হ্যাঁ, এটি আবশ্যক যে, বিরোধিতা হোক ও মতানৈক্য হোক। কিন্তু পরিশেষে সত্যেরই বিজয় অবধারিত। কেননা এ আদেশ মানব হতে নয়, আর না এই আদেশে মনুষ্যপুত্রের কোন হাত রয়েছে। বরং এটা তো সেই খোদার তরফ হতে যিনি ঋতুকে পরিবর্তন করেন, সময়কে পাল্টে দেন এবং দিন হতে রাত এবং রাত হতে দিন প্রকাশ করেন। তিনি অন্ধকারও সৃষ্টি করেন, কিন্তু আলোক চান। তিনি শিরককে বিস্তৃত হতে দেন, কিন্তু তাঁর ভালোবাসা একত্ববাদেরই জন্য। তিনি চান না যে, তাঁর প্রতাপ অন্য কাউকে দেয়া হোক। যখন হতে মানবের সৃষ্টি হয়েছে, সেই সময় হতে যতক্ষণ না তারা ধ্বংস হয়ে যায়, খোদার প্রকৃতির বিধান এটা যে, তিনি সর্বদা একত্ববাদের সমর্থন করতে থাকবেন।

(রূহানী খাযায়েন, ১৫ খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা)

হে খোদা, হে কার্য সম্পাদনকারী, দোষ গোপনকারী ও শক্তিশালী, হে আমার প্রিয়, আমার পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিপালক!

এটা তো তোমার একান্ত অনুগ্রহ ও কৃপা যে, আমি তোমার দৃষ্টিতে পসন্দযোগ্য হয়েছি, নতুবা তোমার দরবারে কম সেবক ছিল না।

যারা মিত্র বলে দাবী করত তারা সবাই শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু হে আমার প্রয়োজন পূরণকারী, তুমি আমাকে ত্যাগ করনি।

হে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, হে আমার জীবনের আশ্রয়, তুমিই তো আমার জন্য, তুমি ব্যতিরেকে আমার কোন উপায় নেই।

যদি তোমার দয়া না হত তা হলে আমি তো মরে ধূলা হয়ে যেতাম। অতঃপর খোদাই জানতেন এ ধূলা কোথায় ফেলে দেয়া হত।

হে খোদা, তোমার পথে আমার দেহ, প্রাণ ও হৃদয় যেন উৎসর্গীত হয়, আমি কাউকে তোমার মত ভালোবাসতে দেখিনা।

শুরু হতেই তোমার ছায়ায় আমার জীবন অতিবাহিত হয়েছে। আমি তোমার কোলে দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায় ছিলাম।

মানবকূলে সেই বিশ্বস্ততা দেখিনি যা তোমার মধ্যে আছে, তুমি ব্যতিরেকে কাউকে সান্ত্বনাদানকারী বন্ধুরূপে পাইনি।

লোকেরা বলে থাকে, অযোগ্য কখনও গৃহীত হয় না, আমি তো অযোগ্য হয়েও তোমার দরবারে গৃহীত হয়েছি। *(রূহানী খাযায়েন, ২১ খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা)*

কুরআন শরীফ

পবিত্র কুরআন এক অদ্বিতীয় ধন ভান্ডার, কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোক এ সম্বন্ধে জ্ঞাত রয়েছে। *(রূহানী খাযায়েন, দ্বিতীয় খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)*

কুরআনের মহিমা সকল মহিমার উর্ধ্বে। এটা বিচারক ও সকল হেদায়াতের সমষ্টি। এটা সকল প্রমাণকে একত্রিত করে দিয়েছে এবং শত্রুর দলকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। এ পুস্তকে সকল বিষয়ের বিবরণ আছে এবং পূর্বের ও ভবিষ্যতের সংবাদও রয়েছে। এ মহাগ্রন্থের সামনে দাঁড়ানোর সাহস মিথ্যার নেই আর আড়াল থেকেও আক্রমণ করতে পারে না। বরং এটা তো আমাদের প্রভুর জ্যোতি। *(রূহানী খাযায়েন, ১৬ খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা)*

জানা আবশ্যক যে, কুরআন শরীফের উজ্জ্বল অলৌকিক নিদর্শন যা প্রত্যেক জাতি ও ভিন্ন ভাষাভাষীর জন্য প্রকাশ করতে পারে, যা পেশ করে আমরা সকল দেশের অধিবাসীদের– যদিও বা তারা হিন্দু, পারসি, ইউরোপীয়ান, আমেরিকান অথবা অন্য কোন দেশেরই হোক না কেন– অপরাধী, স্তব্ধ ও নিরুত্তর করতে পারি। কুরআন করীমের তত্ত্ব, সত্যতা ও সত্য তথ্যাদির জ্ঞান এত অসীম যা প্রত্যেক যুগে এর প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকাশ হয়ে থাকে এবং এটা প্রত্যেক যুগের ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে অস্ত্র-সজ্জিত সৈনিকের ন্যায় দন্ডায়মান। যদি কুরআন শরীফ নিজ সত্য তথ্যাদি ও সূক্ষ্মতায় এক সীমিত বস্তু হত তা হলে এটা কখনও পূর্ণ নিদর্শন হতে পারত না। *(রূহানী খাযায়েন, তৃতীয় খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা)*

কুরআন শরীফ এমন এক নিদর্শন যার দৃষ্টান্ত পূর্বেও ছিল না, পরেও হবে না। এর কল্যাণ ও বরকতের দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত। এটা প্রত্যেক যুগে অনুরূপভাবে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল যেভাবে হযরত রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর

যুগে ছিল। এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বাণী তার প্রকৃতি অনুপাতে হবে। যেরূপ তার মনোবল সংকল্প ও উদ্দেশ্য উচ্চ হবে তদ্রূপই তার বাণী হবে। সুতরাং ঐশী বাণীর মধ্যেও সেরূপ হবে। যে ব্যক্তির প্রতি তাঁর ঐশী বাণী অবতীর্ণ হয়, তার প্রকৃতি যত উৎকৃষ্ট হবে, ঐশী বাণীও সেই পর্যায়ের লাভ করবে। হযরত রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর প্রকৃতি, যোগ্যতা ও সংকল্পের পরিধি যেহেতু ব্যাপক ছিল, তাই তিনি যে বাণী পেয়েছেন এটাও সে রূপ উচ্চ মর্যাদা ও গুণাবলী সম্পন্ন যে এরূপ বৈশিষ্ট্য ও মনোবলের অধিকারী ব্যক্তিত্বের আর কখনও সৃষ্টি হবে না। *(রূহানী খাযায়েন, তৃতীয় খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা)*

আমি সত্য সত্যই বলছি এবং সত্য কথা বলা হতে বিরত থাকতে পারি না যে, যদি হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম না আসতেন এবং কুরআন শরীফ অবতীর্ণ না হত– যে কুরআন শরীফের কার্যকারিতা আমাদের ইমামগণ ও সম্মানিত ব্যক্তিগণ আদি হতে দেখে আসছেন এবং আজ আমরাও দেখছি তা হলে এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত দুষ্কর বিষয় হত যে, আমরা শুধু বাইবেলকে পড়ে আস্থার সাথে সনাক্ত করতে পারতাম যে, হযরত মূসা, হযরত মসীহ্ এবং অন্যান্য পূর্ববর্তী নবীরাও প্রকৃতপক্ষে সেই পাক ও পবিত্র জামাতেরই অন্তর্ভুক্ত যাদের খোদা তাআলা নিজের বিশেষ কৃপায় নিজ রেসালতের জন্য বেছে নিয়েছেন। আমাদের 'ফুরকানে মজীদের' এই অনুগ্রহ স্বীকার করে নিতে হবে যে, প্রত্যেক যুগে এটা স্বীয় জ্যোতি নিজেই দেখিয়েছে এবং এই পূর্ণ জ্যোতি দ্বারা পূর্ববর্তী নবীদের সত্যতাও আমাদের উপর প্রকাশ করেছে। এ অনুগ্রহ শুধু আমাদের উপরই নয়, বরং আদম হতে মসীহ্ পর্যন্ত সে সব নবীদের উপরেও যাঁরা কুরআন শরীফের পূর্বে গত হয়েছেন।
(রূহানী খাযায়েন, প্রথম খন্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা)

এটা অন্ধদের নিজ দোষ, নতুবা এ জ্যোতি তো এমনভাবে চমকাচ্ছে যে, এটা শত সূর্য হতেও উজ্জ্বল।

এ দুনিয়ায় যাদের হৃদয় এ জ্যোতি থাকা সত্ত্বেও অন্ধ তাদের জীবনই বা কি!
(রূহানী খাযায়েন, প্রথম খন্ড, ৩০৫ ও ৩০৬ পৃষ্ঠা)

হে প্রিয়গণ, এটা শুনে নাও যে, কুরআন ব্যতিরেকে মানব কখনও সত্যকে পেতে পারে না।

এটা হৃদয়কে সর্বদা নূর দ্বারা ভরে দেয় এবং বক্ষকে অত্যন্ত পরিষ্কার করে দেয়।

এর গুণাবলী আমি কিভাবে বর্ণনা করতে পারি, কেননা এতো জীবনকে আর এক জীবন দান করে।

এ তো বড় সূর্যের ন্যায় উদিত হয়েছে। অতএব কিভাবে এর অস্বীকার করা যেতে পারে?

এর প্রতিটি শব্দ তো প্রজ্ঞার সমুদ্র। এ তো খোদা তাআলার ভালোবাসার সুরা পান করাচ্ছে।

ব্যথিতদের জন্য তো এটি একমাত্র ঔষধ, খোদার তরফ হতে খোদা দর্শনের জন্য এটিই একমাত্র নিদর্শন ।

আমরাতো একে হেদায়তের একমাত্র উৎস পেয়েছি, আমরা তো শুধু একেই একমাত্র মনমুগ্ধকারী দেখেছি। *(রূহানী খাযায়েন, প্রথম খন্ড, ২৯৯ ও ৩০০ পৃষ্ঠা)*

সব ধরণের অনুসন্ধানের পর এ বিষয় সত্য সাব্যস্ত হয়েছে যে, আজ এ ধরাপৃষ্ঠে সকল ইলহামী পুস্তকগুলির মধ্যে কেবল কুরআন মজীদের ইলহামী পুস্তক হওয়া অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত, যার নাযাতের মূলনীতি সত্য ও প্রাকৃতিক রীতি-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, যার ধর্মবিশ্বাস এমন পূর্ণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত যে অখন্ডনীয় প্রমাণাদি এর সত্যতার উপর জাজ্বল্যমান সাক্ষী, যার খাঁটি আদেশসমূহ যথার্থতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যার শিক্ষাসমূহ সকল ধরনের অংশীবাদীত্ব, পরিবর্তন ও সৃষ্টিপূজা হতে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র। যার মধ্যে একত্ববাদ, স্রষ্টার সম্মান ও 'হযরতে ইজ্জতের' (মহামহিম খোদার) নির্দশনাবলী প্রকাশ করার চূড়ান্ত উদ্যম রয়েছে। এর এ গুণও রয়েছে যে, এটা পূর্ণাঙ্গীনভাবে মহান খোদার একত্ববাদের সমষ্টি, কোন ধরণের কলঙ্ক, অনিষ্ট দোষ ও হীনকর্ম খোদার উপর আরোপ করে না, কোন বিশ্বাসকে (এতেকাদ) বলপূর্বক স্বীকার করাতে চায় না, বরং যে বিষয়ে শিক্ষা দেয় এর সত্যতা পূর্বেই দেখিয়ে দেয়, প্রত্যেক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করে। সকল ভিত্তির সত্ত্বাকে স্পষ্ট প্রমাণাদির সাথে বর্ণনা করে দৃঢ় বিশ্বাস ও পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানে পৌঁছিয়ে দেয়। যে সকল দুর্বলতা, অপবিত্রতা, প্রতিবন্ধকতা এবং বিবাদ যা মানুষের ধর্মবিশ্বাস, আমল, বাক্য ও কর্মে বিদ্যমান ঐ সকল ক্ষতিকারক স্বভাবকে উজ্বল দলিল দ্বারা দূরীভূত করে দেয় এবং ঐ সকল আচরণ শিখিয়ে দেয় যা মানুষের পূর্ণ মানব হওয়ার জন্য আবশ্যক। সকল অনিষ্টকে সেই শক্তি দ্বারা বাধা দেয় যেরূপে এটা আজ বিস্তৃত। এর শিক্ষা অত্যন্ত সরল-সুদৃঢ়, শক্তিশালী ও সুষ্ঠু যেন প্রকৃতির বিধানের দর্পণ স্বরূপ। প্রকৃতির নিয়মের এক প্রতিচ্ছবি। হৃদয়ের দৃষ্টিশক্তি ও আধ্যাত্মিক অর্ন্তদৃষ্টির জন্য এক আলোক উদ্ভাসিত সূর্য। *(রূহানী খাযায়েন, প্রথম খন্ড, ৮১ ও ৮২ পৃষ্ঠা)*

বিশ্বের ধর্মসমূহ

তিনি (আল্লাহ্) আমাকে সে সকল অত্যন্ত পবিত্র নীতিসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন যা মানব জাতির জন্য কল্যাণময়। সুতরাং সে সকল নীতিসমূহ যার উপর তিনি আমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তন্মধ্যে একটি হল এই যে, খোদা তাআলা আমাকে অবগত করেছেন দুনিয়াতে যে সকল নবীগণের ধর্মের তত্ত্বজ্ঞান বিস্তার লাভ এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, দুনিয়ার এক অংশে প্রাধান্য লাভ করেছে, দীর্ঘ আয়ুষ্কাল পেয়েছে এবং এক যুগ এদের উপর গত হয়েছে। এদের মধ্য হতে কোন ধর্মই নিজ বিশুদ্ধতার দিক হতে মিথ্যা নয় এবং এ সকল নবীগণ হতে কোন নবী মিথ্যাবাদী নন। *(রূহানী খাযায়েন, দ্বাদশ খন্ড, ২৫৬ পৃষ্ঠা)*

এই নীতি অত্যন্ত সুন্দর, শান্তিময়, সন্ধির ভিত্তিস্থাপনকারী এবং নৈতিক অবস্থাসমূহকে সাহায্যদানকারী। অর্থাৎ ঐ সকল নবীদেরকে সত্য মেনে নেয়া যারা ধরাপৃষ্ঠে আগমন করেছেন। যদিওবা তাঁদের আর্বিভাব পারস্যে, চীনে অথবা অন্য কোন দেশে হয়েছে। এবং খোদা তাআলা কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা স্থাপন করেছেন ও তাঁদের ধর্মের মূলকে দৃঢ় করেছেন। *(রূহানী খাযায়েন, দ্বাদশ খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা)*

মানবজাতির জন্য সহানুভূতি

সমগ্র মানবজাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া আমাদের মূলনীতি। যদি কেউ দেখতে পায় যে, তার প্রতিবেশী হিন্দুর বাড়ীতে আগুন লেগেছে এবং সে আগুন নিভাতে তার সাহায্যার্থে অগ্রসর হচ্ছে না, তা হলে আমি সত্য সত্যই বলছি যে, সে আমা হতে নয়। আমার অনুসারীদের মধ্যে যদি কেউ দেখে যে, কেউ এক খ্রিষ্টানকে হত্যা করছে এবং সে তাকে বাঁচাবার জন্য অগ্রসর হচ্ছে না, তা হলে আমি সঠিক বলছি যে, সে আমা হতে নয়।
(রূহানী খাযায়েন, দ্বাদশ খন্ড, ২৮ পৃষ্ঠা)

আমি সকল মুসলমান, খ্রিস্টান, হিন্দু ও আর্যদের নিকট এ কথা প্রকাশ করছি যে, এ দুনিয়ায় আমার কোন শত্রু নেই। আমি মানব জাতিকে এরূপে ভালোবাসি যেরূপে এক স্নেহময়ী মা তার শিশুকে ভালোবাসে, বরং তা হতেও বেশী। আমি কেবলমাত্র মিথ্যা মতবাদের শত্রু যা দ্বারা সত্যের বিনাশ ঘটে। মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া আমার কর্তব্য এবং মিথ্যা শিরক, অত্যাচার এবং প্রত্যেক অসদাচরণ হতে অসন্তুষ্ট হওয়া আমার ধর্ম।
(রূহানী খাযায়েন, ১৭ খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)

আহ্‌মদীয়তের ভবিষ্যত

আমি দৃঢ়তা ও সংকল্পের সাথে বলছি যে, আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং খোদার কৃপায় ময়দানে আমারই জয় হবে, আমি অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সমগ্র দুনিয়াকে আমার পদতলে দেখছি। সে সময় অতি সন্নিকটে যখন আমি এক মহান বিজয় লাভ করব। কেননা আমার মুখের কথার সমর্থনে আরো একজন বলছেন, আমার হাতকে শক্তিশালী করার জন্য আরো একটি হাত চলছে, তথাপি পৃথিবী এটাকে অনুধাবন করছে না, কিন্তু আমি এটা প্রত্যক্ষ করছি। আমার অভ্যন্তরে একটি ঐশী শক্তি বলছে, যা আমার প্রতিটি শব্দ ও প্রতিটি অক্ষরকে নবজীবন দান করেছে। আকাশে এমন এক আন্দোলন ও আলোড়নের সৃষ্টি করেছে যা এ মাটির দেহকে খোদা তাআলার আদেশে দাঁড়া করেছে। প্রত্যেক সে ব্যক্তি যার জন্য ক্ষমা ও আত্মসমর্পণের অর্গল বন্ধ হয়নি, সে অচিরেই প্রত্যক্ষ করবে যে, আমি নিজ হতে দাবীকারক নই। সেগুলি কি দৃষ্টি সম্পন্ন চক্ষু হতে পারে, যেগুলি সত্যবাদীকে চিনতে ব্যর্থ হয়? সে কি জীবন্ত হতে পারে যে ঐশী আদেশ সম্বন্ধে অবহিতই নয়। *(রূহানী খাযায়েন, তৃতীয় খন্ড, ৪০৩ পৃষ্ঠা)*

দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বুঝে নাও যে এটা আল্লাহ্‌র স্বহস্তে রোপিত চারা বিশেষ, খোদা তাআলা কখনও একে বিনষ্ট করবেন না। একে পূর্ণতা দান না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা সন্তুষ্ট হবেন না। এবং তিনি এ চারাটির পরিচর্যা করবেন ও চতুর্দিকে রক্ষাবেষ্টনী সংস্থাপিত করবেন ও আশ্চর্যজনকভাবে উন্নতি প্রদান করবেন। তোমরা কি কম চেষ্টা করছ? যদি এটা মানুষের কাজ হতো তা হলে বহু পূর্বেই এ বৃক্ষ কর্তিত হয়ে যেত এবং নাম চিহ্নও বাকী থাকত না।
(রূহানী খাযায়েন, ১১ খন্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা)

চূড়ান্ত বিজয়

পৃথিবীর মানুষ মনে করতে পারে যে, খ্রিস্টানধর্ম অবশেষে সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করবে অথবা বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীতে জয়যুক্ত হবে। কিন্তু তারা তাদের ধারণায় ভ্রান্তিতে রয়েছে। স্মরণ রেখো! এ ধরাপৃষ্ঠে কিছুই ঘটে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আকাশে এর আদেশ হয়। সুতরাং আকাশের খোদা আমাকে বলেছেন যে, অবশেষে ইসলাম ধর্মই মানুষের হৃদয়কে জয় করবে।
(রূহানী খাযায়েন, ২১ খন্ড, ৪২৭ পৃষ্ঠা)

মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নেই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ভিন্ন কোন রসূল এবং শাফী (যোজক) নেই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সাথে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাউকেও তাঁর উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না যেন আকাশে তোমরা মুক্তিপ্রাপ্ত পরিগণিত হতে পার।

স্মরণ রেখো যে, প্রকৃত মুক্তি কেবল মৃত্যুর পরই প্রকাশ হয়– এরূপ নয়। বরং প্রকৃত মুক্তি ইহজগতেই এর আলো প্রকাশ করে থাকে। প্রকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কে? (সেই প্রকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত) যে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ সত্য এবং মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর এবং তাঁর সৃষ্ট জীবের মধ্যে যোজক স্থানীয় এবং আকাশের নিচে তাঁর সমমর্যাদা বিশিষ্ট আর কোন রসূল নেই এবং কুরআনের সমতূল্য আর কোন গ্রন্থ নেই। অন্য কোন মানুষকেই খোদা তাআলা চিরকাল জীবিত রাখতে ইচ্ছা করেননি, কিন্তু তাঁর এ মনোনীত নবীকে তিনি চিরকাল জীবিত রেখেছেন। তাঁকে জীবিত রাখার জন্য খোদা তাআলা এ ব্যবস্থা করেছেন যে, তাঁর শরীয়ত এবং তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তিকে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণবর্ষী করেছেন। *(রূহানী খাযায়েন, ১৯ খন্ড, ১৩ পৃষ্ঠা)*

হযরত খাতামুল আম্বিয়া সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনে দৃষ্টিপাত করলে এ বিষয়গুলি অত্যন্ত স্পষ্ট, সুপ্রকাশিত এবং সমুজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয় যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উচ্চাঙ্গের খাঁটি, বিশুদ্ধচিত্ত ও খোদার জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। তিনি সৃষ্টির আশা ভরসার প্রত্যাশী ছিলেন না বরং সম্পূর্নরূপে খোদার উপর আস্থাবান ছিলেন। তিনি খোদার অভিলাষ ও ইচ্ছার পূর্ণতার জন্য এত আত্মমগ্ন ও বিলীন ছিলেন যে, তিনি বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ করেননি যে একত্ববাদের প্রচার করতে কোন কোন ধরণের বিপদ আসবে এবং মোশরেকদের দ্বারা কতই না দুঃখ কষ্ট বরদাশ্‌ত করতে হবে।
(রূহানী খাযায়েন, প্রথম খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা)

এটা কি আশ্চর্যজনক ঘটনা নয় যে, যখন পৃথিবীর বড় বড় জাতিসমূহ অর্থনৈতিক, সামরিক এবং জ্ঞানের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ ছিল, তখন এক সম্পদহীন, ক্ষমতাহীন, অসহায়, নিরক্ষর, এতিম, নিঃসঙ্গ ও বিনীত ব্যক্তি এমন এক উজ্জ্বল শিক্ষা আনয়ন করলেন যে নিজ অকাট্য যুক্তি ও স্পষ্ট দলীল দ্বারা সকলের মুখ বন্ধ করে দিলেন এবং এমন সকল পন্ডিতদের প্রকাশ্য ভুল ত্রুটি উন্মুক্ত করে দিলেন যারা নিজেদেরকে মহাজ্ঞানী ও দার্শনিক বলে বেড়াত। অসহায় ও সামর্থ্যহীন হওয়া

সত্ত্বেও তিনি এমন শক্তি প্রদর্শন করলেন যে, বহু শক্তিশালী রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেখানে দরিদ্রদেরকে পুনর্বাসিত করলেন। যদি এটা আল্লাহ্‌র সাহায্যে না হয়ে থাকে তবে এটা কি ছিল? জ্ঞান, বুদ্ধি, সামর্থ্য ও শক্তিতে সারা পৃথিবীতে জয়যুক্ত হওয়া আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়াও কি সম্ভব?
(রূহানী খাযায়েন, প্রথম খন্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা)

স্মরণ রাখা উচিত যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হাজার হাজার বিপদের মধ্যে এবং লক্ষ লক্ষ শত্রু, বাধা প্রদানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারীদের দন্ডায়মান হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নবুওয়তের দাবীতে শুরু হতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কতই না দৃঢ় সংকল্পের সাথে অটল ও স্থিরচিত্ত ছিলেন। তিনি বহু বছর পর্যন্ত দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়েছেন এবং সে সকল কষ্ট সহ্য করেছেন যা কোন ব্যক্তিকে সাফল্য হতে নিরাশ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। এটা (দুঃখ, কষ্ট) এমনভাবে দিন দিন বাড়ছিল যে ধৈর্যধারণ করে পার্থিব উদ্দেশ্য লাভ করার চিন্তা করাও কল্পনাতীত বরং তিনি নবুওয়তের দাবী করে দাবীর পূর্ববর্তী সমর্থনকারীদের হারিয়েছিলেন এবং একে কথা বলে লক্ষ মতভেদ ক্রয় করলেন এবং হাজার বিপদকে নিমন্ত্রণ করলেন ও নির্বাসিত হলেন। হত্যার জন্য তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করা হল এবং আসবাব সম্পদ বিনষ্ট হল, বহু বার বিষ প্রয়োগ করা হল। হিতাকাঙ্খীগণ অনিষ্টকারীতে পরিণত হল ও বন্ধুগণ শত্রুতা করতে লাগল। বহু দিন পর্যন্ত এ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল যে, এরূপ দৃঢ়তা দেখানো কোন ভন্ড এবং প্রতারকের পক্ষে সম্ভব ছিল না।
(রূহানী খাযায়েন, প্রথম খন্ড, ১০৮ ও ১০৯ পৃষ্ঠা)

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা যবুর এর ৪৫ নম্বর পংক্তিতে হযরত দাউদ (আ:) এভাবে দিয়েছেন যে, (১) তুমি সৌন্দর্যে মানব সন্তান হতে বহু উর্ধ্বে; (২) তোমার ভাষাকে, নেয়ামতের সংবাদ বলা হয়েছে, এ কারণে খোদা তোমাকে অনাদিকাল পর্যন্ত কল্যাণমন্ডিত করেছেন; (৩) হে পাহ্‌লোয়ান, তুমি স্বীয় জাঁকজমকের সাথে নিজ কটিদেশে তরবারী ধারণ কর; (৪) আমানতদারী ও সহিষ্ণুতা এবং সুবিচারের উপর স্বীয় মাহাত্ম্য ও সৌভাগ্যের সহিত আরোহণ কর। কেননা তোমার ডান হস্ত তোমাকে ভীতিপ্রদ কর্ম করে দেখাবে।
(রূহানী খাযায়েন, দ্বিতীয় খন্ড, ২৩৩ ও ২৩৪ পৃষ্ঠা)

মোস্তফা সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর উপর তোমার সীমাহীন সালাম ও রহমত বর্ষিত হোক। হে খোদা, তাঁরই নিকট হতে আমি এ জ্যোতি লাভ করেছি।

মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর প্রাণের সাথে আমার প্রাণের মিলন চিরন্তন। (আমার) হৃদয়কে সে সুরা প্রাণ ভরে পান করিয়েছি।

তোমার চরিত্রে খোদার মহিমা দেখতে পাই, তোমাকে পেয়েছি বলেই তো সেই অস্তিত্বকে পেয়েছি।

তোমার আঁচল স্পর্শ করলে সকল ফাঁদ হতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তাইতো আমি তোমার দুয়ারে মস্তক অবনত করেছি।

খোদার কসম! আমার হৃদয় হতে অন্য সকল ছবি মুছে গেছে, যখন হতে অন্তরে তোমার এ ছবিকে অঙ্কিত করেছি।

হে শ্রেষ্ঠ রসূল, তোমার জন্যই আমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত হয়েছি। তুমি অগ্রসর হয়েছ বলেই তো আমি কদম আগে বাড়িয়েছি। *(রূহানী খাযায়েন, পঞ্চম খন্ড, ২২৪ পৃষ্ঠা)*

তিনি আমাদের নেতা যাঁর মধ্য হতে সকল নূর, তাঁর নাম মুহাম্মদ, আমার হৃদয় জুড়ে তিনিই রয়েছেন।

সকল পয়গম্বরগণ পবিত্র, একজন হতে অন্যজন উত্তম, কিন্তু মহামহিমান্বিত খোদার সৃষ্টির সেরা তিনিই।

তিনি পূর্ববর্তীদের তুলনায় উৎকৃষ্টতর এবং গুণে চন্দ্রস্বরূপ, প্রত্যেকের দৃষ্টি তাঁর দ্বারাই দেখেছি। তিনিই পথ প্রদর্শক।

তিনি আজ ধর্মের বাদশাহ, তিনি সকল প্রেরিতগণের মুকুট, পবিত্র ও বিশ্বস্ত, এটাই তাঁর প্রশংসা।

সেই নূরে আমি বিলীন, আমি তাঁরই হয়েছি, তিনি (সব), আমি কি? (অর্থাৎ কিছুই না)। প্রকৃত মীমাংসা এটাই। অন্তরে আমার এটাই যে, সদা তোমার সহীফাকে চুম্বন করি, কুরআনের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি, কাবা আমার এটাই। *(রূহানী খাযায়েন, ২০ খন্ড, ৪৫৬ পৃষ্ঠা)*

আমার জন্য এ নেয়ামতের অধিকারী হওয়া সম্ভবপর ছিল না যদি না আমি আমাদের নেতা ও মওলা, নবীদের গৌরব এবং মানবের শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর পথকে অনুসরণ করতাম। সুতরাং আমি যা কিছু পেয়েছি তাঁর অনুসরণেই পেয়েছি। আমি আমার সত্য ও পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত যে, কোন মানব এ নবী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য ব্যতিরেকে খোদাকে পেতে পারে না এবং পূর্ণ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অধিকারী হতে

পারে না। আমি এখানে এটাও বর্ণনা করে দিচ্ছি যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর সত্যিকার ও পূর্ণ আনুগত্যের পর কোন্ বিষয়টি সর্ব প্রথম হৃদয়ে সৃষ্টি হয়। অতএব স্মরণ রেখো এটা হলে সুষ্ঠু আত্মা অর্থাৎ হৃদয় হতে দুনিয়ার মোহ দূরীভূত হয়ে যায় এবং হৃদয় এক চিরন্তন ও চিরস্থায়ী আনন্দের প্রত্যাশী হয়। এবং এরপর এক স্বচ্ছল এবং পূর্ণ খোদার ভালোবাসা এ সুস্থ আত্মার জন্য লাভ হয়ে যায়। এ সকল নেয়ামত আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণেই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায়।
(রূহানী খাযায়েন, পঞ্চম খন্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা)

***

SELECTED QUOTATIONS OF WRITINGS OF THE PROMISSED MESSIAH AND MAHDI (P.B)

Translation into Bangla Language
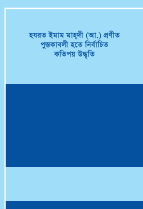
SELECTED QUOTATIONS OF WRITINGS OF THE PROMISSED MESSIAH AND MAHDI (P.B)

translated into bengali by
Alhaj Maulana Saleh Ahmed

published by
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

printed by: **Intercon Associates**
56/5 Fakirerpool Bazar, Motijheel, Dhaka

ISBN 978-984-991-025-1